স্ত্রী সকল আপনারদের সৌন্দর্য্য ও গুণেতে আর স্বামির অনুরাগবিশেষে কেহ উত্তমা কোন স্ত্রী স্বাধীনভর্ত্তৃকা এবং কোন যুবতী অভিসারিকা ও কেহ উৎকন্ঠিতা আর কেহ বিপ্রলব্ধা এবং কোন স্ত্রী কলহান্তরিতা কেহ বাসকসজ্জা রূপে খ্যাতা ছিল ইহারদের লক্ষণ গ্রন্থান্তরে আছে তাহারা নানা সজ্জাগ্রহণ করিয়া সেই দাতা অথচ অনুরাগী এবং ভাগ্যবান ও গুণজ্ঞ রাজাকে উত্তম পরিহাস এবং মধুর বাক্য ও মধুরাধর পান দ্বারা তুষ্ট করিত। সেই ভূপতি ঐ সকল স্ত্রীর প্রতি যে প্রকার প্রেম করিতেন রাজমহিষীতে ততোধিক সদ্ভাব করিতেন। রাজার প্রেম কৌশলেতে সকল স্ত্রী এই জ্ঞান করিত যে কেবল আমি রাজার প্রিয়তমা অন্য স্ত্রীরা পরিচারিকার ন্যায়। এক সময়ে কাশী রাজের সহিত লক্ষ্মণ সেন রাজার সন্ধি বিঘটিত হইলে যুদ্ধোপস্থিতি হইল। অনন্তর লক্ষ্মণ সেন সেই অশ্ব পতি যে কাশীরাজ তাহার সহিত বর্ষাসময়ে যুদ্ধবাসনা করিয়া নৌকাসজ্জা ও সেনাসজ্জা করিয়া কাশী পুরীতে গমনের উদ্যোগ করিলেন। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যে চতুরঙ্গিনী সেনার সহিত রাজা উত্তম স্থান পাইলে কিম্বা

অবকাশ কাল পাইলেই বলবান হইতে পারেন। রাজা লক্ষ্মণ সেনের বিদেশ যাত্রার সময়ে রত্নপ্রভা রাণী কহিলেন হে নাথ তুমি রাজা অতএব সর্ব্বত্র সুখ ভোগ করিতে পারিবা কিন্তু আমি অবলা কেবল তুমি আমার সহায় তুমি বিদেশস্থ হইলে আমি কি প্রকারে পর্ব্বরাত্রি এবং সুখরাত্রি যাপন করিব তুমি যদি আজ্ঞা কর তবে আমিও তোমার সঙ্গে যাই। নরপতি উত্তর করিলেন হে প্রিয়ে তুমি আমার ধর্ম্মপত্নী এবং সকল বিষয়ের কর্ত্রী অন্যং স্ত্রী সকল পুষ্প তাম্বুলের ন্যায় সহজ সেব্যা যদি তুমি আমার সঙ্গে যাইবা তবে গৃহের এবং রাজ্যের কি হইবে তুমি আমার স্বরূপা এবং রাজলক্ষ্মী রূপা অতএব মন্ত্রিরদিগের সহিত এই স্থানে থাকিয়া রাজ্যরক্ষা কর আমি সুখরাত্রিতে এবং পর্ব্বরাত্রিতে এখানে আসিয়া তোমার কামনা সম্পূর্ণা করিব। রাণী এ কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন যদি তোমার কথার অন্যথা হয় তবে আমি অগ্নিপ্রবেশ করিব ইহা জানিবেন। নরপতি কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া কহিলেন হে প্রিয়ে আমার বাক্যের ব্যভিচার হইবে না। অনন্তর মহীপাল নৌকার গুণ বৃক্ষাগ্রে উড্ডীয়মান পতাকাদ্বারা চন্দ্রমণ্ডল স্পর্শ করিয়া এব

নৌকাদণ্ড নিপাতে গভীর জল আবর্ত্তিত করাইয়া এবং নিশান প্রকাশেতে সকল লোককে ত্রাসযুক্ত করিয়া চতুরঙ্গ সৈন্যের সহিত যাত্রা করিয়া কাশী নগরীতে উপস্থিত হইলেন এবং কাশী পুরীর দুর্গের চতুর্দ্দিক্ নৌকাতে রোধ করিয়া যুদ্ধের প্রথম ক্ষণে দেববর্ষণেতে যুদ্ধব্যসন যুক্ত হইয়া নিশ্চিন্তরূপে কালযাপন করিতেছেন এবং যে যুদ্ধ জয়ের প্রত্যাশা করিয়াছেন সেই যুদ্ধ জয়ের ব্যাঘাত ভয়ে রাণীর নিকটে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন তাহা বিস্মৃত হইলেন। পরে এক দিবসের সায়ং সময়ে সেই নগর বাসী সেনারা উল্কা ভ্রমণ করাইতেছে। রাজা তাহা দেখিয়া আপনার সেবকেরদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে এই কি শর্ব্বরাত্রি হা তবে আমি রাণীর নিকটে স্বীকৃত বাক্য হইতে চ্যুত হইলাম যদি রাণী রত্নপ্রভা অগ্নিপ্রবেশ করেন তবে আমি কি করিব যে লোক মহাকুলোৎপন্ন হইয়া স্বীকৃত বাক্য রক্ষা না করিয়া তাহাহইতে চ্যুত হয় সেই কৃতঘ্ন দুরাত্মা সংসারের মধ্যে অতিনিন্দিত হয় আর আমার এই প্রতিজ্ঞাভঙ্গ কেবল পাপজনক নহে স্ত্রীহত্যার হেতুও হইবে অতএব মন্ত্রিগণকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি। পরে নরপতি মন্ত্রিরদিগকে কহিলেন যে তোমরা আমার

বাক্যে মনোযোগ কর তাহারপর ঐ বৃত্তান্ত কহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে এ বিষয়ে কিকর্ত্তব্য। মন্ত্রিরা রাজার সমস্ত কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন যে মহারাজের প্রভুত্বে ও প্রতাপে কোনহ কর্ম্ম অসাধ্য নাই সম্প্রতি নাবিকের দিগেরে অনেক ধনদান করুন তাহারা এই রাত্রিতে মহা রাজকে নৌকারোহন করাইয়া সেই নৌকা লক্ষ্মণাবতী পুরীতে লইয়া যাইবে তাহাতেই মহারাজ নিজ গৃহে উপস্থিত হইয়া প্রতিজ্ঞা পূর্ণা করিতে পারিবেন আমরা বিপক্ষের দুর্গদ্বার রোধ করিয়া থাকিলাম। নরপতি ঐ কথোপকথনের পর এক শত তরুনতর নাবিকের সহিত পবনের ন্যায় শীঘ্রগামি নৌকায় আরোহন করিয়া ঐ রাত্রির চতুর্থ প্রহরেতে লক্ষ্মণাবতী পুরীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে রাণী রত্নপ্রভা অগ্নিপ্রবেশের উদ্যোগ করিতে ছেন তাহাতে উদ্বিগ্ন হইয়া নানা প্রকার বিনয়বাক্যেতে রানীকে অগ্নিপ্রবেশহইতে নিষেধ করিলেন। রাজ মহিষীও রাজাকে দেখিয়া ও প্রীতির পরীক্ষা করিয়া এবং আপনার মনোরথ পূর্ন হওয়াতে সৌভাগ্যগর্ব্বিতা হই লেন। শাস্ত্রের লিখন এই যে প্রীতিতে দম্পতী পরস্পর আত্মালিঙ্গন না করেন এবং বিনয়বাক্যের বৈষম্য না কে

ও প্রেমোৎপন্ন. যে সদ্ভাব কখনও তাহার ন্যূনতা না করেন সেই প্রীতি উত্তমা তদিতর যে প্রেম সে কন্দর্পকৃত কারাগারমাত্র সামান্য নায়ক ও নায়িকা তাহাতে বদ্ধ হইয়া কেবল দুঃখভোগ করে। ইতি দক্ষিণ নায়ককথা সমাপ্তা।—

অথ বিদগ্ধ নায়ককথা।—

যে পুরুষ প্রচুর সুখানুভবের নিমিত্তে তিন প্রকার স্ত্রীর প্রিয় হন তিনি বিদগ্ধ নায়করূপে খ্যাত হন। তিন প্রকার স্ত্রীর বিবরণ এই নিজা এবং পরকীয়া ও সামান্যা যে স্ত্রী জীবদ্দশায় পতির লৌকিক কার্য্যের সহায়তা করে এবং স্বামির সহ মরণেতে স্বামিকে স্বর্গভোগ করায় তাহার নাম নিজা এবং স্বীয়া। কিন্তু কামুক পুরুষেরা স্বস্ত্রীগমনেতে সম্পূর্ণ সুখ বোধ না করিয়া যে পরস্ত্রীতে গমন করে সকল লোক সেই স্ত্রীকে পরকীয়া কহেন। আর বেশ্যার নাম সামান্যা স্ত্রী সে কেবল ধনাকাঙ্ক্ষা করে এবং সেই সামান্যা নায়িকা সধন লোক যদি নির্গুণ হয় তথাপি তাহাকেই সর্ব্বদা প্রার্থনা করে আর নির্ধন লোক উত্তম গুণযুক্ত হইলেও তাহাকে বাঞ্ছা

করে না কিন্তু কামুক পুরুষেরা স্বস্ত্রীগামনেতে তৃপ্ত হয় না এবং পরস্ত্রীতে নিঃশঙ্ক হইয়া ক্রীড়া করিতে পারে না এই পূর্ব্বোক্ত কামদেবের সকল সম্পত্তিস্বরূপা যে বেশ্যা তাহার সহিত সর্ব্বদা ক্রীড়া করে। তাহার কথা এই।—

ভোজ রাজার ধারানগরীতে কেতকী ও জাতকী নামে দুই বেশ্যা বসতি করে নায়কেরা এক রাত্রি সম্ভোগের নিমিত্তে কেতকীরে এক লক্ষ টাকা দেয় এবং জাতকীরে পাঁচ টাকা দেয়। এক সময়ে ঐ দুই বেশ্যা অতি বিবাদ করিয়া কেতকী জাতকীকে কহিল রে পাপীয়সি তুই পাঁচ টাকা গ্রহন করিয়া আপনাকে চরিতার্থা জ্ঞান করিস্ অতএব কি অহঙ্কারেতে আমার সহিত বিবাদ করিতেছিস্। তাহা শুনিয়া জাতকী উত্তর করিল অরে পাপিনি আমি তোর যমজা ভগিনী এবং সমবয়স্কা ও সমান গুণযুক্তা তুই কি প্রকারে আমাহইতে উত্তমা, এবং আমি বা কি প্রকারে অধমা হইলাম নায়কেরা আমাকে পাঁচ টাকা দেয় এবং তোরে লক্ষ টাকা দেয় এই যে দানের বিশেষ এ কেবল নায়কেরদের অবিবেচনাতে হয় ইহাতে আমার হানি নাই তথাপি যদি তুই অহঙ্কারপ্রকাশ করিতেছিস্ তবে আমাহইতে তোর রূপ ও যৌবন এবং গুণের বিশে

কি আছে তাহা বল্ আর নৃত্য এবং গীত ও কাযকথা এই সকলের বিশেষ কি জানিস্ তাহা বল্ যদি অধিক না জানিস্ তবে কি প্রকারে আমি ক্ষুদ্র হইলাম। ঐ দুই বেশ্যা এই প্রকার বিবাদ করিয়া উভয়ের গুণাদির বিচারের নিমিত্তে ভোজরাজার নিকটে গেল। ভোজরাজা জিজ্ঞাসা করিলেন তোমারদের বিবাদের কারণ কি। পশ্চাৎ কেতকী নিবেদন করিল হে মহারাজ জাতকী নায়কের স্থানে এক রাত্রিতে পাঁচ টাকা লাভ করিয়া চরিতার্থা হয় আমি এক রাত্রিতে নায়কের স্থানে লক্ষ টাকা পাই অতএব জাতকী কি প্রকারে আমার নিকটে স্পর্দ্ধা করে। অনন্তর জাতকী নিবেদন করিল হে ভূপাল আমারদিগের উভয়ের যে রূপ ও গুণ এবং বয়ঃক্রম এই সকলেতে আমার কি ন্যূনতা আছে তাহা বিবেচনা করুন কিন্তু কোন অংশে আমার ন্যূনতা নাই আমারে নায়কেরা যে পাঁচ টাকা দেয় সে দোষ নায়কেরদিগের অথবা রাজার। রাজা এই কথা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে আমার কি অপরাধ। তখন কেতকী পুনশ্চ নিবেদন করিল যে হে মহারাজ বিচারকর্ত্তা থাকিতে আমারদিগের সমান রূপ ও গুণ এবং বয়ঃক্রমেতে ফলের এ প্রকার বৈষম্য কেন হয়

ইহাতে নিবেদন করি যে সর্ব্ব বিষয়ে মহারাজের বিচার দৃষ্টি নাই আপনকার এই দোষ। তদনন্তর রাজা ঐ দুই বেশ্যার রূপ এবং গুণ ও বয়ঃক্রমের সমতা দেখিয়া চিন্তা করিলেন যে এ কি আশ্চর্য্য এই দুই গণিকার রূপ ও গুণ এবং বয়ঃক্রম সমান তবে কেন লাভের এত বৈষম্য হয় কিন্তু ইহার বিচার করা আমার সাধ্য নহে রাজা বিক্রমাদিত্য বড় বুদ্ধিমান ইহারা তাঁহার নিকটে যাওক্ তিনি অবশ্য ইহার বিচার করিতে পারিবেন। এই বিবেচনা করিয়া আপনার লোকের সহিত দুই গণিকাকে রাজা বিক্রমাদিত্যের নিকটে পাঠাইলেন। অনন্তর বিক্রমাদিত্য রাজা বেশ্যাদ্বয়ের বাক্য শুনিয়া এবং তাহারদিগকে কেলিগৃহে লইয়া ও তাহারদের গুণের পরীক্ষা লইয়া কহিলেন যে তোমারদিগের গুণের বৈষম্য তাদৃশ নাই কিন্তু আমি এই অনুভব করি যে কেতকী আপনার দুর্লভত্ব প্রকাশ করে এই কারণ নায়কের স্থানে লক্ষ মুদ্রা লয় জাতকী আপনার ব্যগ্রতা ও লোভ প্রকাশ করে এই প্রযুক্ত পাঁচ টাকাতে পুরুষের সুলভা হয় ইহাতে জাতকী সহস্র মুদ্রা লাভও করিতে পারে না লক্ষ মুদ্রা কি প্রকারে পাইবে যে হেতুক উত্তম রূপ ও গুণ থাকাতে যে স্ত্রী

কামুক পুরুষেরদিগের দুর্লভা হয় সেই সুখ ভোগ করে। জাতকী এই কথার উত্তর করিল হে মহারাজ আমি এই সকল ব্যাপার জানি এবং কামকলার কোন কার্য্যেতে অনভিজ্ঞা নহি আমার নিবেদন শ্রবন করুন যে রতি কার্য্যেতে দুতীর বক্রোক্তি না থাকে এবং নায়িকার দুর্লভতা প্রকাশ না হয় সেই রতি কামুক পুরুষেরদিগের অধিক সুখদায়িনী হয় না তাহাতে নায়িকারও অধিক লাভ হইতে পারে না আমি এই সকল বিষয় জানি তথাপি কামুকেরা আমারে অল্প দেয় কেতকীকে অধিক দেয়। রাজা বিক্রমাদিত্য জাতকীর কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ কাল মৌনী হইয়া উত্তর করিলেন যে তোমারদিগের উপপতির দের নিকটে এই লাভবৈষম্যের কারন জানিতে পারিব। পরে জাতকী পুনশ্চ নিবেদন করিল হে মহারাজ আমি পূর্ব্ব জন্মের পাপে কামপীড়াতে কাতরা হইয়া পরপুরুষ গামিনী বেশ্যা হইয়াছি এবং কামবানে পীড়িত পুরুষ সকল লজ্জারহিত হইয়া আমাতে উপগত হয় এইমাত্র ইহাতে তাহারদিগের নিকটে কারন কি জানিতে পারি বেন আর যে ব্যাপারে অর্থলাভের ন্যুনতা হয় এমত কার্য্য

অধম গণিকা করে কিন্তু উত্তম গণিকা সেই রূপ কার্য্য করে না। রাজা আতন্বীর সমস্ত কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন ভাল আমি অবধারিত করিলাম এখন তোমরা আপন২ স্থানে যাও আমি ভোজরাজার নিকটে তোমার দের গুণ বৈষম্যের বিবরণ লিখিব ইহা কহিয়া আপন লোকদ্বারা ঐ দুই বেশ্যাকে ভোজরাজার নিকটে পাঠাই লেন। পশ্চাৎ বিক্রমাদিত্য নির্জ্জনেতে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে ইহারদিগের গুণের তারতম্য বিবেচনা করা অতিদুষ্কর ইহারদিগের গুণ ও রূপ এবং বয়ঃক্রম এই সকল সামগ্রীর তুল্যতা থাকিতে হীন লাভরূপ যে ফল তাহার এত বৈষম্য এ কি আশ্চর্য্য কোন স্ত্রী যৌবনেতে পুরুষের মনোরমা হয় কেহ বা সৌন্দর্য্যেতে নায়কের প্রিয় তমা হয় এবং কেহ২ বাক্যের কৌশলেতে এবং অন্য কোন যুবতি বাক্য ও সৌন্দর্য্য এই উভয় সামগ্রীতে পুরুষের রমণীয়া হয় সে যে হউক ইহারদের বিশেষ নিরূপণ করিব। ইহা ভাবিয়া অগ্নি এবং কোকিল নামে দুই বেতা লের স্কন্ধারোহন করিয়া ভোজরাজার নগরে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর রাজা প্রথমে সে দুই বেশ্যার গৃহ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন যে কেতকী উত্তমং পুষ্পবস্ত্র

পরিধানা এবং রত্নালঙ্কারে ভুষিতা ও তাহার গৃহের ওপরে এক স্বর্ণময় কলস আছে আর জাতকী সামান্য শুক্ল বস্ত্র পরিধানা এবং স্বর্ণালঙ্কার যুক্তা এবং তাহার গৃহোপরি এক মৃত্তিকার কলস ইহা দেখিয়া ভাবনা করিলেন যে ধনের ন্যুনাধিক্য এই মাত্র বিশেষ ইহাতে বেশ্যাদ্বয়ের গুন ও দোষের নিশ্চয় হইতে পারে না কিন্তু অন্য প্রকারে ইহারদের দোষ ও গুনের নিরূপন করি। ইহা বিবেচনা করিয়া রাত্রিতে এক লক্ষ টাকা কেতকীকে দিয়া তাহার গৃহে গেলেন। পশ্চাৎ রাজা বিক্রমাদিত্য কেতকীর সহিত নানা প্রকার পরিহাস ও বাক্যের কৌশল করিতেং বিবেচনা করিলেন যে অন্য স্ত্রী নায়কের সহিত দীর্ঘ কাল আলাপ করিয়া যে প্রীতি প্রকাশ করিতে না পারে এই কেতকী অর্দ্ধস্মিমিত লোচনের কটাক্ষে ও অলতার ভঙ্গিতে নায় কের প্রতি সেই প্রেম প্রকাশ করিতে পারে এই কারন নায় কেরা ইহাকে সন্তুষ্ট হইয়া লক্ষ মুদ্রা দেয়। পরে কাম কলা চতুর বিক্রমাদিত্য শিরোবেদনা ছলেতে আর্ত্তনাদ করিয়া মূর্চ্ছিতের ন্যায় হইয়া ভুমিতে পড়িলেন। কেতকী রাজাকে ঐ প্রকার পীড়িত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল হে নাগর তুমি কি কারন মূর্চ্ছিত হইলা। রাজা বিক্রমাদিত্য

অচৈতন্যের ন্যায় থাকিলেন এবং কেতকীর কথার কিছু উত্তর করিলেন না। সেই কালে কেতকী কোন উত্তর না পাইয়া এবং রাজার ব্যামোহ দেখিয়া উচ্চৈস্বরে রোদন করিতে লাগিল। রাজা বিক্রমাদিত্য কিঞ্চিৎ নেত্রোন্মীলন করিয়া কেতকীকে দেখিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন যে এ বড় আশ্চর্য্য বেশ্যারদের কেবল ধনের সহিত প্রীতি থাকে এই বেশ্যা আমার সহিত ক্ষণ কাল আলাপ করিয়া এত প্রীতি প্রকাশ করিতেছে যেমত সতী স্ত্রী স্বামি শোকে কাতরা হইয়া রোদন করে তাহার মত পালিকা নায়কের নিমিত্তে রোদন করিতেছে। পরে রাজা কিঞ্চিৎ চৈতন্য পাইয়া কহিলেন যে হা নষ্ট হইলাম শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিয়া সংগ্রামস্থলে কিম্বা তীর্থে আমার মৃত্যু হইল না এখন বেশ্যার গৃহে মৃত্যু হইল। সেই সময় কেতকী নিবেদন করিল হে মহাশয় এই রোগের কোন প্রতীকার নাই। রাজা তাহা শুনিয়া উত্তর করিলেন হে প্রিয়ে ইহার এক প্রতীকার আছে কিন্তু তাহা তোমার শক্তিতে হইবে না। কেতকী পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিল যে কি প্রতীকার। রাজা উত্তর করিলেন আমার মস্তকে যে বেদনা হইয়াছে সে অসাধ্য রোগ কিন্তু

পূর্ব্বে যখন আমার এই রোগ উপস্থিত হইয়াছিল তখন এক বৈদ্য অষ্টাধিক শত গজমুক্তা পোট্টলীতে বদ্ধ করিয়া এবং তাহা বারম্বার অগ্নিতে তপ্ত করিয়া তাহার স্বেদ মস্তকে দিয়া এই রোগের প্রতীকার করিয়াছিল। কেতকী নরপতির রোগ প্রতীকারের কথা শুনিয়া পরমাহ্লাদিতা হইয়া কহিল হে নাথ আপনি চিন্তা করিবেন না আমার অষ্টোত্তর শত গজমুক্তার এক মালা আছে। রাজা উত্তর করিলেন হে প্রিয়ে সেই মালা রাজার দুর্লভা এবং তাহার অনেক মূল্য আর তোমার অতি ধন তাহা কেন বিদেশীয় লোকের নিমিত্তে অগ্নির স্বেদেতে নষ্ট করিবা। কেতকী রাজার কথার উত্তর করিল হে মহাশয় আমাকে এই প্রকার কহিবেন না আমি এক রাত্রির নিমিত্তে তোমার স্ত্রী হইয়াছি অতএব উত্তম স্ত্রীর উপযুক্ত যে কার্য্য তাহা আমি অবশ্য করিব হে নাথ কুলস্ত্রী স্বামির প্রীতির নিমিত্তে সকল কার্য্য করেন এবং স্বামির মরণেতে আপনার মৃত্যু স্বীকার করেন আমি অধমা স্ত্রী বটি কিন্তু নায়কের প্রাণ রক্ষার নিমিত্তে কি ধনব্যয় করিতে পারিব না। রাজা বেশ্যার কথা শুনিয়া কহিলেন যে তোমার যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই কর। পরে বেশ্যা আপনার গজমুক্তার

মালা আনিয়া পোঁটুলীর মধ্যে রাখিয়া এবং অগ্নিতে তপ্ত করিয়া নরপতির মস্তকে স্বেদ দিতে লাগিল। সেই স্বেদেতে রাজা কৃত্রিম বেদনার উপশম জানাইলেন। তখন কেতকী রাজাকে নির্ব্যাধি দেখিয়া এবং সকল বিষাদ ত্যাগ করিয়া ও পূর্ব্বমত প্রফুল্লবদনা হইয়া পুনর্ব্বার ক্রীড়ারম্ভ করিল। তখন বিক্রমাদিত্য নরপতি বিবেচনা করিলেন যে এই গণিকা আমাকে মৃতপ্রায় দেখিয়া অত্যন্ত বিষাদ করিয়াছিল এখন আমাকে হর্ষযুক্ত দেখিয়া আপনি আহ্লাদিতা হইয়াছে অতএব যেমত কুলস্ত্রী স্বামির সুখ দুঃখের ভাগিনী হয় এই গণিকাও সেই মত নায়কের সুখ দুঃখের ভাগিনী হয় এবং এই প্রকার উত্তম গুণে তেই অনেক অর্থলাভ করে। রাজা সকল রাত্রি যথো পযুক্ত ব্যবহার করিয়া প্রভাত সময়ে পূর্ব্বদিগে সূর্য্য প্রকাশ দেখিয়া বেশ্যালয়হইতে বাহিরে গেলেন। পরে রাজা বিক্রমাদিত্য সকল দিবস কোন স্থানে থাকিয়া রাত্রির প্রথম দণ্ডের মধ্যে জাতকীকে পাঁচ টাকা দিয়া জাতকীর গৃহে গেলেন এবং সেখানে বসিয়া কিঞ্চিৎ আলাপ করিলেন পরে অভিলষিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া কোন ক্রমে জাতকীর মুক্তার মালা ছিঁড়িলেন তাহাতে তৎক্ষণাৎ

ঐ ছিন্ন মালার মুক্তা সকল চতুর্দ্দিকে গেল। জাতকী তাহা দেখিয়া ওৎকণ্ঠিতা হইয়া এবং ক্রিয়মান কার্য্য ত্যাগ করিয়া ঐ মুক্তা সকলের অনুসন্ধান করিতে লাগিল এবং একং২ মুক্তা আনিয়া একত্র রাখিয়া যখন গণনাতে সম্পূর্ণ হইল তখন জাতকী নরপতির নিকটে আসিয়া পুনর্ব্বার আলাপ করিতে ইচ্ছা করিল। রাজাও সেই কারণে রাগ প্রকাশ করিয়া সেই সময় গৃহের বাহিরে গেলেন। জাতকী তাহা দেখিয়া রাজাকে কিছুই কহিল না। ভূপতি আবাস স্থানে গিয়া বিবেচনা করিলেন যে এই জাতকী অধমা বেশ্যা এই কারণ ওত্তম নায়কেরা ইহার নিকটে আইসে না এই জাতকী যখন আমার সহিত আলাপ ত্যাগ করিল তখনি ইহার যেমত রসজ্ঞতা ও সম্প্রীতি তাহা বুঝিয়াছি এবং মুক্তা গণনাতেই ইহার আশয় বুঝিয়াছি হা বিধাতা এই বেশ্যার অন্তঃকরণ বজ্রের ন্যায় কঠিন করিয়াছেন তন্নিমিত্তে ইহার অধিক অর্থলাভ হয় না কিন্তু কেতকী সর্ব্বতোভাবে ওত্তমা এই কারণ ওত্তম লোকেরা ইহার নিকটে আসিয়া নানা প্রকারে তুষ্ট হইয়া কেতকীকে লক্ষ টাকা দেয়। অনন্তর রাজা বিক্রমাদিত্য নিজ রাজধানীতে গিয়া ভোজরাজাকে ঐ দুই

বেশ্যার দোষ ও গুণের বিবরণ লিখিয়া পাঠাইলেন এবং কেতকী বেশ্যাকে এক সহস্র গজমুক্তা পাঠাইয়া দিলেন।

রাজা আর অর্থযুক্ত যে কবিতা সকল তাহার সদসদ্বিবেচনাতে এবং উত্তম স্তন ও সুকেশ তদ্যুক্ত রমণীগণের ভদ্রাভদ্র বিচারেতে রাজা বিক্রমাদিত্য বিদগ্ধ ছিলেন সম্প্রতি শ্রীশিবসিংহ রাজা তাঁহার ন্যায় বিদগ্ধরূপে খ্যাত হইয়াছেন। ইতি বিদগ্ধ নায়ককথা সমাপ্তা।—

অথ ধূর্ত্ত নায়ককথা।—

যে পুরুষ কেবল নিজ প্রয়োজন সময়ে নায়িকার সহিত প্রীতি করে এবং কার্য্য সিদ্ধ হইলেই প্রীতিবিচ্ছেদ করে যুবতীরা সেই পুরুষকে ধূর্ত্ত নায়ক কহে আর কোন স্ত্রী সেই ধূর্ত্তের প্রিয়া হয় না এবং ধূর্ত্ত নায়ক ও কোন স্ত্রীর প্রিয় হয় না কিন্তু রমণীরা সেই অনুরক্ত ধূর্ত্তের বাক্যকৌশলে এবং নানা কৌতুকে এক সময় তাহার বশীভূতা হয় কোন সময়ে বা ঐ নায়কের কথা শুনিয়া হাস্যরসে মগ্না হয় কিন্তু ঐ ধূর্ত্তকে যুবতীরা নিতান্ত বিশ্বাস করে না এবং তাহারদিগের কুপ্রবৃত্তি যে ধূর্ত্ত নায়ক তাহার সহিত যে প্রীতি হয় সে বিদ্যুতের মত অর্থাৎ যেমত বিদ্যুতের উৎপত্তি

হইয়া শীঘ্র বিনাশ হয় সেই যত ধূর্ত্ত নায়কের সহিত যুবতীরদিগের প্রীতির উৎপত্তি হইয়া শীঘ্র বিনাশ হয়। তাহার ইতিহাস এই।—

পাটলিপুত্র নামে এক নগর তাহাতে যজ্ঞসর্ব্বস্ব নামে এক ক্ষত্রিয় বাস করেন তিনি এক সময়ে আপনার শ্বশুরালয়হইতে নিজ পত্নীকে নিজ গৃহে লইয়া যাইতেছেন। শশী নামে এক ধূর্ত্ত ঐ রমণীকে দেখিয়া কামার্ত্ত হইয়া মূলদেব নামে আপন সখাকে কহিল যে হে সখা মূলদেব আমি অদ্য এক নব যুবতীকে দেখিয়া কামশরেতে বিদ্ধ হইয়াছি তাহার সৌন্দর্য্যের কথা শুন যেমত মুক্তাশ্রেণীতে যুক্ত হইলে পর চন্দ্রমণ্ডল সুশোভিত হয় তাহার ন্যায় স্বেদ-জলবিন্দুতে সুন্দরমুখী এবং সে দূর গমনের শ্রান্তিতে স্বামির পশ্চাৎ মন্দ২ গমন করিতেছে এক সময়ে বা স্বর্ণ সদৃশ শরীরে যৌবন ভারেতে অলসা হইয়া গজরাজের ন্যায় গমন করিতেছে আর মৃগলোচনের ন্যায় তাহার যে চক্ষু সে কটাক্ষ বিক্ষেপে বাণ সন্ধানের ন্যায় সন্ধান করত প্রথমে অমৃতবর্ষণ করিয়া পশ্চাৎ বিষবর্ষণ করিতেছে সেই যুবতীর সহিত সংসর্গ

বাসনাতে আমার মন অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছে অতএব কি প্রকারে এই কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে হে কামকলাচতুর সখা মূলদেব তুমি কোনহ উপায় বল নতুবা আমি কন্দর্পবানে আহত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিব তাহাতেই তুমি মিত্রের মরন শোকেতে পশ্চাৎ নিতান্ত কাতর হইবা। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যেমত ধূর্ত্ত লোক পরদ্রব্য হরণ করিয়াও তৃপ্ত হয় না সেই মত ধূর্ত্তনায়ক সহস্র স্ত্রী গমন করিয়াও তৃপ্ত হয় না পুনশ্চ অন্য স্ত্রী সঙ্গ বাসনা করে। অনন্তর মূলদেব মিত্রের কথা শুনিয়া উত্তর করিল হে মিত্র তুমি কিছু চিন্তা করিও না। ইহার উপায় হইবে সম্প্রতি ঐ স্ত্রী ও পুরুষ কোন পথে যাইবে তাহা জানিয়া আমাকে সম্বাদ কহ। শশী কহিল হে সখা আমি সেই পথ জানি। মূলদেব উত্তর করিল হে মিত্র তুমি সেই পথের অগ্রভাগে এক বস্ত্রগৃহ প্রস্তুত করিয়া আপনি স্ত্রীবেশ ধারন করিয়া তাহার মধ্যে থাক আমিও শীঘ্র সেখানে যাইতেছি। শশী মূলদেবের পরামর্শে স্ত্রীবেশ ধারন করিয়া সেই পথে এক বস্ত্রগৃহের মধ্যে থাকিল। পরে মূলদেব সেখানে গিয়া তাঁহার নিকটস্থ এক বৃক্ষচ্ছায়াতে বসিয়া মিথ্যা চিন্তাতে অধোবদন হইয়া থাকিল। পরে

সেই খড়্গসবর্ব্বম্ব পরিশ্রান্ত প্রিয়ার অনুরোধে আপনি মন্দং গমন করত ঐ প্রিয়ার সহিত সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং বৃক্ষচ্ছায়াতে উপবিষ্ট মূলদেবকে ব্যাকুল দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন হে মহাশয় তুমি কি হেতু উদ্বিগ্ন হইয়াছ। মূলদেব উত্তর করিল হে মহাশয় আমার উদ্বেগের যে কারণ তাহা কহিতে অতিশয় লজ্জা হয় আপনি মান্য লোক কি প্রকারে আপনকার সাক্ষাৎ সে কথা কহিব যদি না কহি তবে তাহার কোন উপায় ও হইবে না সাধু লোক আপনার শক্ত্যনুসারে অবশ্য পরের বিপদুদ্ধার করেন সাধু ব্যতিরেকে অন্য লোক পরোপকার করিতে উদ্যত হন না। পরে খড়্গসবর্ব্বম্ব এই কথা শুনিয়া সদয় হইয়া কহিলেন যে তোমার কি চিন্তা এবং তাহার কি উপায় কর্ত্তব্য হয় তাহা কহ। তাহা শুনিয়া মূলদেব কহিল হে কৃপাসাগর এই বস্ত্রগৃহ দেখুন। খড়্গসবর্ব্বম্ব সেই বস্ত্রের ঘর দেখিয়া পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন যে ইহার মধ্যে কি আছে। তখন মূলদেব কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া কহিল হে দয়াসাগর ইহার বৃত্তান্ত শুনহ আমার স্ত্রী পূর্ণগর্ভা ছিল এবং আমার গৃহে অন্য স্ত্রী লোক নাই স্ত্রী ব্যতিরেকে না কেহ প্রসব কার্য্য জানে না এই কারণ ইহাকে ইহার

পিতৃগৃহে লইয়া যাইতেছিলাম হঠাৎ পথিমধ্যে স্ত্রীর প্রসব বেদনা উপস্থিতা হইল এখন আমি কি করিব ইহা কহিয়া রোদন করিয়া ভূমিতে পড়িল। যত্নসংর্বদ্ধ মূলদেবকে অতি কাতর দেখিয়া এবং দয়ার্দ্রহৃদয় হইয়া কহিলেন হে মহাশয় তুমি রোদন করিও না সম্প্রতি আমার স্ত্রী ঐ বস্ত্রগৃহের মধ্যে গিয়া এবং তোমার পরিজনকে দেখিয়া উপযুক্ত কার্য্য করিবে স্ত্রীলোকের প্রসবোচিত কার্য্য প্রায় সকল স্ত্রী জানে। তাহা শুনিয়া মূলদেব গাত্রোত্থান করিয়া কহিল হে আমি বুঝিলাম আপনকার অনুগ্রহেতে আমার সকল বিপদ্ দূর হইবে অতএব আপনার যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করুন। অনন্তর যত্নসংর্বদ্ধ স্ত্রীকে বস্ত্রগৃহ যাইতে কহিলেন। পরে পতির আজ্ঞাতে ঐ স্ত্রী বস্ত্রগৃহে প্রবেশ করিয়া ঐ স্ত্রীবেশধারির নিকটে গেলেন। তখন স্ত্রীবেশধারী শশী ঐ মনোহর যুবতীকে পাইয়া আপন অভিলাষ পূর্ণ করিল। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যে স্ত্রীলোকেরা পার্ব্বতীর অভিশাপেতে সর্ব্বদা পুরুষ সম্ভিব্যাহার বাসনা করে কিন্তু পুরুষের বাসনা ব্যতিরেকে কার্য্য সিদ্ধ হয় না ইহাতে সুতরাং স্ত্রীলোকের সহিষ্ণুতা ধৈর্য্য প্রকাশ হয় পুরুষের কোন সম

স্ত্রীর প্রতি ইচ্ছা হয় কখন বা অনিচ্ছা হয় কিন্তু পুরুষের প্রতি স্ত্রীলোকের যে বাসনা কখনও তাহার বিরাম নাই যে হেতুক স্ত্রীলোকের কাম পুরুষহইতে অষ্টগুন অধিক হয়। সেই সময় মূলদেব যজ্ঞসর্ব্বস্বের সহিত এই প্রকার আলাপ করিতে আরম্ভ করিল রৌদ্র সেবাতে নির্গত যে স্বেদবিন্দু তাহাতে শোভিত মুখ ও স্থূল স্তন ও মৃদু স্বর সহিত কথা আর ঈষৎ লজ্জা ও হাস্যেতে যুক্ত ওষ্ঠ এবং অল্পোন্মীলিত নেত্রদ্বয় যুবতীরদিগের যে এই সকল সামগ্রী তাহা কামুক পুরুষেরদের সুখের নিমিত্তে হওক। মূলদেবের এই সকল কথা যজ্ঞসর্ব্বস্বের কর্ণে প্রবিষ্ট হওয়াতে বস্ত্রগৃহের কোন সম্বাদ তাঁহার অনুভব হইল না। পশ্চাৎ শশী ঐ যুবতীর সহিত আলাপ করিয়া তাহাকে বিদায় করিল। পরে ঐ রমণী বস্ত্রগৃহহইতে বাহিরে আসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে এই দুই ধূর্ত্তের চাতুর্য্যেতে আমার এই গতি হইল ইহাতে হাস্য করিতেং স্বামির নিকটে গেলেন। সেই সময় যজ্ঞসর্ব্বস্ব ভার্য্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন হে প্রিয়ে ঐ স্ত্রীর কি সন্তান হইল পুত্র কিম্বা কন্যা। তদনন্তর ঐ স্ত্রী স্বামির কথা শুনিয়া এবং আপনার বৃত্তান্ত মনে করিয়া লজ্জা

পুষ্পযুক্ত হাসিতেং অধোমুখী হইলেন। তদনন্তর মূলদেব কহিতে লাগিল হে মহাশয় আর জিজ্ঞাসার অপেক্ষা নাই তোমার ভার্য্যার হাস্যেতেই বোধ হইতেছে যে আমার স্ত্রীর পুত্র জন্মিয়াছে। পুরাণেরা কহিয়াছেন যে কুটো পায়েতে প্রবীন এবং হাস্যরসে যে লোক নিপুণ হয় তাহার হৃদয়ে লজ্জা ও ভয় থাকে না। অনন্তর সকলে স্বং স্থানে গেলেন কিন্তু শশী নামে ঐ ধূর্ত্ত স্তনভারেতে মন্থরগতি এবং পথিগমনে পরিশ্রান্তা এমত যুবতী স্ত্রীকে দূতীদ্বারা বশীভূত না করিয়া এবং মিষ্ট বাক্যেতে প্রেমযুক্ত না করিয়া ও স্বর্ণদানেতে সন্তুষ্ট না করিয়া কেবল মূলদেবের বুদ্ধিদ্বারা হঠাৎ সম্ভোগ করিল। ইতি ধূর্ত্ত নায়ককথা সমাপ্তা।

অথ মন্মথ নায়ককথা।—

যে পুরুষ শূর এবং বিদ্বান ও বুদ্ধিমান হইয়া কামিনীর ভ্রূভঙ্গিরূপ শৃঙ্খলাতে বদ্ধ হয় সেই লোক মন্মথ নায়ক রূপে খ্যাত হয়। তাহার ইতিহাস এই।—

কান্যকুব্জ নগরে বিজয়চন্দ্র নামে কাশী পুরীর এক রাজা ছিলেন তিনি সকল দিগ্বিজয় করিয়া সমুদ্র পর্য্যন্ত পৃথি

ীর কর গ্রহণেতে বর্দ্ধিষ্ণু হয়া সকল রাজার প্রধান হইয়া ছিলেন এবং শুভদেবী নামে নিজ পত্নীতে অনুরাগী হইয়া তাহার অতিশয় বশীভূত হইলেন এবং সেই স্ত্রীর সহিত নিরন্তর ক্রীড়া করেন। প্রাজ্ঞেরা কহিয়াছেন যে পুরুষ যাবৎ মৃগনয়ন রমণীর কটাক্ষের লক্ষ্য না হয় তাবৎ পুরুষের মতি নীতিপথানুগামিনী থাকে অপর শাস্ত্রবেত্তা এবং ধীর ও শুদ্ধচিত্ত এবং সংসার বাসনাতে রহিত এমন পুরুষেরাও কামিনীর কটাক্ষেতে মোহিত হইয়া কন্দর্পের দাস হন।

এক সময় শহাবুদ্দীন নামে যবনরাজ চতুরঙ্গিনী সেনা লইয়া যোগিনীপুরহইতে আসিয়া রাজা জয়চন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে কান্যকুব্জ নগরে উপস্থিত হইল। পরে উভয় পক্ষের সৈন্যেতে অনেক কাল যুদ্ধ হইল ও তাহাতে অনেক সৈন্য নষ্ট হইলে কবন্ধ ও ভূত এবং বেতালেরা নৃত্য করিতে লাগিল। পশ্চাৎ যবনরাজ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল এবং ঐ প্রকারে যবনরাজ যুদ্ধস্থানহইতে অনেক বার পলায়ন করিল। রাজা জয়চন্দ্র বিজয়ী হইয়া যবনরাজের প্রতি অনেক অহঙ্কার প্রকাশ করিলেন। যবনরাজ আপনার মান ভঙ্গেতে

দুঃখিত ছিল। পরে রাজা জয়চন্দ্রের অহঙ্কারবাক্য শুনিয়া অত্যন্ত কুপিত হইয়া শত্রু প্রতীকারের প্রতিজ্ঞা করিল। পশ্চাৎ যবনেশ্বর এই চিন্তা করিল যে এই জয়চন্দ্র রাজাকে কেবল সৈন্যদ্বারা সংগ্রাম করিয়া জয় করিতে পারিব না অতএব উপায়ান্তর চেষ্টা করি যে হেতুক প্রবল শত্রু হইতে পরাজিত যে রাজা সে এক বার যুদ্ধত্যাগী করিয়া ও জয়ী হইবার নিমিত্তে পুনর্ব্বার যুদ্ধ করিবেক ও সেই শত্রুর সেনাভেদ করিতে যত্ন করিবেক অতএব প্রথমে জয়চন্দ্র রাজার এবং তাহার সৈন্যের তত্ত্ব জানিব এবং উৎকৃষ্ট মন্ত্রণা পূর্ব্বক চেষ্টাদ্বারা যে সম্বাদ জ্ঞান হয় সেই জ্ঞান রাজারদিগের উত্তম ফলদায়ক হয় সম্প্রতি রাজা জয়চন্দ্রের রাজ্যে অধীক্ষ কে আছে ইহা জানিতে হয় অপ্রধানের অনুসন্ধানে কিছু ফল নাই। যবনরাজ এই পরামর্শ করিয়া জয়চন্দ্র রাজার নগরে এক লোক পাঠাইল সেই লোক কান্যকুব্জের সম্বাদ জানিয়া যবনেশ্বরের নিকট আসিয়া নিবেদন করিল হে মহারাজ রাজা জয়চন্দ্রের অনেক সেনা আছে এবং সকল ভৃত্য প্রভুভক্ত এবং রাজার জ্ঞান অতি নির্ম্মল। যবনেশ্বর ঐ কথা শুনিয়া চারকে জিজ্ঞাসা করিল যে রাজা জয়চন্দ্র কাহার পরামর্শ

শুনিয়া কার্য্য করেন। চার নিবেদন করিল রাজা জয়চন্দ্র বিদ্যাধির মন্ত্রির ও শুভদেবী রানীর মন্ত্রনা শুনিয়া সকল কার্য্য করেন। যবনরাজ পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিল কি রাজা জয়চন্দ্র রানীর পরামর্শ শুনেন। পরে চার নিবেদন করিল হে রাজন্ রাজা জয়চন্দ্র রানীর পরামর্শ শুনিয়া সকল কার্য্য করেন এবং রানীর আজ্ঞার বহির্ভূত হন না। যবনরাজ ঐ কথা শুনিয়া প্রফুল্লচিত্ত হইয়া কহিল যে রাজা জয়চন্দ্র স্ত্রীর বশীভূত হইয়াছে তবে সেই মূর্খ অবশ্য আমার হস্তাগত হইবে অতএব প্রথমে সেই স্ত্রীকে বশ করি যে হেতুক তরঙ্গ ও ভ্রমি এবং বেগ এই সকলেতে যুক্ত যে জল আর যৌবনরূপ তরঙ্গ ও ললিত এবং বিভ্রম এই সকলেতে যুক্তা যে যুবতী এই দুইকে নানা যত্ন করিলেও ইহারা উচ্চ স্থানে যায় না সর্ব্বদা নীচ পথেই যায় অপর সংসার যন্ত্রনার মূলস্থান এবং কন্দর্পের বাসস্থান অথচ পর বুদ্ধির বশীভূত এমত যে রমণীগন তাহারা উৎসাহযুক্ত হইয়া কি কার্য্য না করিতে পারে অর্থাৎ সকল কুকর্ম্ম করিতে পারে আর ভূষণেতে ও উত্তম বস্ত্রেতে আর ফলেতে এবং পুষ্পেতে স্ত্রীলোকের

দিগের লোভ জন্যে অতএব এই সকল সামগ্রী দিলে রাণী অবশ্য আমার বশীভূতা হইয়া আমার কার্য্য সিদ্ধি করিবে কিন্তু বিদ্যাধির মন্ত্রী সেখানকার পরামর্শকর্ত্তা সে আমার কার্য্যের বিঘ্ন করিবে তথাপি আমি অসাধ্য জ্ঞান করিয়া আপনার উদ্যোগ ত্যাগ না করিয়া মানস সিদ্ধির যত্ন করিব সম্প্রতি বিধাতা আমার প্রতি অনুকূল আছেন এমত বুঝা যাইতেছে এবং যেমত বিধাতা নীতি কার্য্যেতে মনুষ্যের অনুকূল হন সেই মত স্ত্রীলোক ধনলোভেতে মনুষ্যের অনুকূল হয়। পরে যবনরাজ এই বিবেচনা করিলেন যে ব্রাহ্মণ সর্ব্বত্র প্রবেশ করিতে পারেন। এই কারণ চতুর্ব্বেদবেত্তা এবং সকল ভাষাতে চতুর চতুর্ভুজ নামা ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন হে চতুর্ভুজ তুমি দশ লক্ষ টাকা লইয়া এবং কান্যকুব্জ নগরে কিছু কাল থাকিয়া ঐ ধনব্যয়েতে আর আপনার চতুরতাতে শুভদেবী রাণীকে আমার বশীভূতা করিয়া দেও এই কার্য্য সিদ্ধ হইলে আমি তোমার পূজা করিব। চতুর্ভুজ যবন রাজের কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন যে মহারাজ যাহা আজ্ঞা করিতেছেন আমি তাহা করিতে প্রস্তুত আছি এবং প্রভুর প্রতাপেতে কার্য্য সিদ্ধ হইবে তন্নিমিত্তে আমি

উপযুক্ত চেষ্টা করিব কিন্তু কি প্রকারে এত দীন সেখানে লইয়া যাইব। পরে যবনরাজ কহিল যে দশ জন বনিক এক২ লক্ষ টাকা লইয়া বানিজ্যের ছলেতে সেখানে যাউক এবং তাহারা তোমার আজ্ঞাকারী হইয়া সেখানে থাকুক তুমি ভিক্ষুকরূপে সেখানে গিয়া রাজগৃহে প্রবেশ করিয়া আমার কার্য্য সিদ্ধ করহ। পশ্চাৎ চতুর্ভুজ ঐ প্রকারে দশ লক্ষ টাকা লইয়া জয়চন্দ্র রাজার নগরে উপস্থিত হইলেন। পরে নানা প্রকার চেষ্টাতে রাজসভায় গমনাগমন করিয়া রাজার দেবার্চ্চন সময়ে বেদপাঠ করিতে নিযুক্ত হইলেন এবং ক্রমেতে রানীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রানী ব্রাহ্মণের মিষ্ট বাক্যেতে সন্তুষ্টা হইয়া ব্রাহ্মণকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করেন ব্রাহ্মণও রানীর সাক্ষাৎ নানা প্রকার ইতিহাস কহেন। অনন্তর চতুর্ভুজ কোন সময়ে অবকাশ পাইয়া রানীকে কহিতে লাগিলেন হে রাজ মহিষি পৃথিবীর মধ্যে তুমি ধন্যা শহাবুদ্দীন যবনেশ্বর সর্ব্বদা তোমার গুন ও রূপের প্রশংসা করেন। রানী ঐ কথা শুনিয়া কহিলেন যে যবনরাজ কি আমাকে জানেন। ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন হে দেবি যবনেশ্বর তোমাকে জানেন এবং তোমার সৌন্দর্য্যের সকল কথা শুনিয়াছেন কিন্তু

ইহার অতিরিক্ত কথা কহিতে আমি অত্যন্ত ভীত হই। রাণী তাহা শুনিয়া কহিলেন হে বিপ্র তুমি কিছু ভয় করিও না যে বক্তব্য হয় তাহা বলহ। পরে চতুর্ভুজ রাণীকে ঐ কথা শুনিতে সন্তুষ্টা জানিয়া কহিতে আরম্ভ করিলেন যে এক সময়ে যবনেশ্বর এক রত্নময় অঙ্গুরীয় পাইয়া রোদন করিতেং কহিলেন হা বিধাত এযত রত্নাঙ্গুরীয় আমাকে দিলেন কিন্তু শুভদেবীকে আমারে দিলেন না যদি সেই স্ত্রীরত্নকে আমাকে দিতেন তবে এই রত্নাঙ্গুরীয় তাঁহার হস্তে দিয়া আমি আপনার জন্ম সার্থক করিতাম আমি সামান্য স্ত্রীর হস্তে এই অঙ্গুরীয় দিব না। এই রূপ বিলাপ করিয়া পুনশ্চ কহিলেন যে রাজা জয়চন্দ্র শুভ দেবীকে পাইয়াছেন অতএব পৃথিবীর মধ্যে রাজা জয়চন্দ্রই ধন্য। যবনরাজ এই রূপ কহিয়া ঐ অঙ্গুরীয় আপন নিকটে রাখিয়াছেন হে দেবি যদি আপনি আজ্ঞা করেন তবে সেই অঙ্গুরীয় আনিয়া তোমাকে দিতে পারি। রাণী ঐ সকল কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণকে বলিলেন যে আমারে সেই অঙ্গুরীয় দিলে তোমারদের কি ফল হইবে। ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন যে তুমি স্ত্রীরত্ন সেই রত্নাঙ্গুরীয় তুমি হস্তে দিলেই উপযুক্ত হয় অতএব তুমি যদি আজ্ঞা কর তবে

সেই অঙ্গুরীয় আনিয়া কল্য তোমারে দিতে পারি। রাণী ঐ সকল কথা শুনিয়া কোন ওত্তর করিলেন না। ব্রাহ্মণ পর দিনে সেই অঙ্গুরীয় রাণীকে দিলেন। রাণী পরপুরুষের প্রতি ও পর দ্রব্যেতে কখনও দৃষ্টি করেন নাই কিন্তু ঐ অঙ্গুরীয় পাইয়া পরম সন্তুষ্টা হইলেন। তখন চতুর্ভুজ রাণীকে সন্তুষ্টা দেখিয়া বিবেচনা করিলেন যে সম্প্রতি আমার পরিশ্রম সফল হইল এবং যবনেশ্বরের কার্য্য সিদ্ধ হইবে এমত বুঝা যাইতেছে। পরে ব্রাহ্মণের অনেক পরিশ্রমে ও নানা কৌশলে এবং যত্নপুর্ব্বক নানা দ্রব্য দানেতে রাণীর সহিত ব্রাহ্মণের অধিক সদ্ভাব হইল। অনন্তর চতুর্ভুজ ব্রাহ্মণ এক দিন নিবেদন করিলেন যে হে রাজমহিষি তুমি রাজার ধর্ম্মপত্নী এবং অতি প্রিয়তমা ইহাতে তোমার পিতা ও ভ্রাতা সকল নগণ্যরূপে আছেন কিন্তু কেবল বিদ্যাধর মন্ত্রী সকল কর্ম্মাধিকারী হইয়া রাজ্যের সকল সম্পত্তি ভোগ করিতেছেন ইহাতে তোমার মর্য্যাদার হানি হইতেছে। রাণী এই কথা শুনিয়া কহিলেন যে আমি কি করিব। ব্রাহ্মণ পুনশ্চ নিবেদন করিলেন যে রাজা এখন তোমার অত্যন্ত বশীভূত অতএব তোমার শক্তিতে কোন কার্য্য সিদ্ধ না হইতে পারে তুমি চেষ্টা

করিলে সকল কার্য্যই সিদ্ধ হইতে পারে তন্নিমিত্তে আমি উপায় কহিতেছি শুবন করুন যেং কর্ম্মে রাজা যত টাকা পাইতেছেন সেইং কার্য্যের তিন কিম্বা চারি কার্য্য তুমি আপন হস্তে আনিয়া আপনার পিতাকে ও ভ্রাতৃবর্গকে তাহাতে নিযুক্ত কর এবং সেইং বিষয়ে পূর্ব্বে যে লাভ হইত তাহার দ্বিগুন টাকা তুমি রাজাকে দেও কিঞ্চিৎকাল এই রূপ করিলে রাজা অধিক লাভে সন্তুষ্ট হইয়া তোমার সকল কথায় অধিক বিশ্বাস করিবেন এবং সমুদায় কার্য্য তোমাকে সমর্পন করিবেন তাহাতেই মন্ত্রী অপদস্থ হইবেন আর সর্ব্বত্র তোমার অধিকার হইবে তাহারপর তুমি যাহা ইচ্ছা করিবা তাহাই করিতে পারিবা রাজারা লাভপ্রিয় হন এবং যে কার্য্যকর্ত্তার দ্বারা অধিক উনাগম হয় সেই কর্ম্মকর্ত্তার বশীভুত হন। রাণী এই সকল কথা শুনিয়া কহিলেন যে আমি এত টাকা কোথা পাইব? ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন হে রাজমহিষি তুমি যত টাকা চাহিবা আমি তৎক্ষনে তত টাকা তোমাকে দিব। অনন্তর শুভদেবী ব্রাহ্মনের পরামর্শে সেই রূপ কার্য্য করিয়া রাজকীয় সকল ব্যাপার আপন হস্তবশ করিলেন এবং চতুর্ভুজ ব্রাহ্মনের প্রতি সন্তুষ্টা হইলেন। আর রাণীর

স্বজনেরা কার্য্যকর্ত্তা হইয়া রানীর পক্ষপাতী হইল। পশ্চাৎ বিদ্যাধির মন্ত্রীর প্রতি রাজার অবিশ্বাস জন্মিল। রানীও ঐ ব্রাহ্মনের বাক্যেতে ক্রমেং যবনরাজের সহবাস বাসনা করিতে লাগিলেন। পরে যবনেশ্বর ঐ সকল সম্বাদ শুনিয়া আপনার সকল সৈন্যের সহিত কান্যকুব্জ নগরের সন্নিধানে উপস্থিত হইল। সেই কালে বিদ্যাধির মন্ত্রী জানিলেন যে রাজ্যেতে অনর্থ উপস্থিত হইল। কিন্তু জয়চন্দ্র রাজা বিদ্যাধির মন্ত্রির কোন কার্য্যে এবং কোন কথায় বিশ্বাস করেন না এই কারণ মন্ত্রী যবনেশ্বরের আগমনের সম্বাদ জানিয়াও রাজাকে কোন পরামর্শ কহিতে পারিলেন না। যবনরাজ চতুর্ভুজ ব্রাহ্মনের কার্য্যের এবং রাজা জয়চন্দ্রের সৈন্যের তত্ত্ব জানিবার নিমিত্তে অনপশাহ নামে নিজ মন্ত্রিকে কান্যকুব্জ নগরের মধ্যে পাঠাইল। অনপশাহ ভিক্ষুকের বেশ ধারন করিয়া সেখানে গিয়া এক হট্টের মধ্যে এক মেষকে নৃত্য করাইতে লাগিল। সেই সময় বিদ্যাধির মন্ত্রী রাজা জয়চন্দ্রের বাটীহইতে আগমন করত ঐ যবনকে দেখিয়া বিবেচনা করিলেন যে এই মনুষ্যের প্রসন্ন ললাট এবং রক্তলোচন ও দীর্ঘহস্ত এই সকল উত্তম লক্ষন আছে অত

এব এই লোক ভিক্ষুক নহে এ যবনেশ্বরের দূত হইতে পারে কিন্তু মেঘের নৃত্য দর্শন ছলেতে ইহাকে আপন বাটীতে লইয়া গিয়া নিরূপণ করি। মন্ত্রী ইহা ভাবিয়া ঐ লোককে নিজ গৃহে আনিয়া নির্জ্জনেতে জিজ্ঞাসা করিলেন হে যবন তুমি কে। যবন ওত্তর করিল আমি ভিক্ষুক। বিদ্যাধির মন্ত্রী কিছু হাস্য করিয়া কহিলেন যে আমার নিকটে মিথ্যা কহিও না এবং কিছু ভয় করিও না বিশিষ্ট লোকের নিকটে সাধু লোকের কি ভয় অতএব আমার সাক্ষাৎ সত্য কথা কহ আমি অনুভব করি যে তুমি অনপ্শাহ যবন। অনপ্শাহ ঐ কথা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে আপনি কি প্রকারে জানিলেন। পরে বিদ্যাধির মন্ত্রী এক চিত্রিত পট বাহির করিলেন তাহাতে অনপ্শাহ যবনের মূর্ত্তি লেখা আছে সেই পট দেখাইয়া কহিলেন হে যবন এই যে পট ইহার মধ্যে তোমারদিগের রাজ্যের সকল স্ত্রীর ও সমুদায় পুরুষের মূর্ত্তি চিত্রিতা আছে। যবন সেই পট দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া কহিলেন যে সাধু মন্ত্রিরাজ সাধু তুমি কালোপযুক্ত কার্য্যে বড় সাবধান তবে তোমার প্রভু কি প্রকারে রাজ্যচ্যুত হইবেন। পশ্চাৎ বিদ্যাধির মন্ত্রী ওত্তর করিলেন যে রাজা আমার কথা শুনেন না।

পরে অনপ্শাহ কহিল তবে এ রাজার রাজলক্ষ্মী থাকি বেন না। পুনশ্চ বিদ্যাধির মন্ত্রী কহিলেন যে আমার প্রভু সকল কার্য্যে চতুর নহেন এবং স্বামিগুণ সমুদায়েতে যুক্ত নহেন কেবল স্ত্রীর বাধ্য হইয়া আপনার অমঙ্গল উপস্থিত করিলেন। যবন এই সম্বাদ শুনিয়া কহিল যে ইহাতেই বুঝিলাম যে রাজা জয়চন্দ্র নিতান্ত মূর্খ কিন্তু মন্ত্রির প্রতি প্রভুর যদি বিশ্বাস থাকে তবে মন্ত্রী অনেক কর্ম্ম সিদ্ধ করিতে পারেন যদি প্রভুর বিশ্বাস না থাকে তবে মন্ত্রী কি করিতে পারেন অপর প্রভু যদি বিশ্বাসকর্ত্তা না হন তবে সকল ভৃত্য সেই রাজার প্রতিকূল হয় এবং যদি কোন সময় ভৃত্যেরা সেই রাজাকে হিতোপদেশ করে তবে সেই রাজা অসন্তুষ্ট হইয়া সেই ভৃত্যেরদের অহিত করেন অতএব আপনি যদি আমার কথা স্বীকার করেন তবে যবনেশ্বরের নিকটে আপনাকে লইয়া যাইতে পারি পশ্চাৎ রাজার প্রধান মন্ত্রী করিতে পারি। মন্ত্রী বিদ্যাধির এই সকল কথা শুনিয়া দুই হস্তে আপনার কর্ণ দ্বয় আচ্ছাদন করিয়া কহিলেন হে মিত্র তুমি পুনর্ব্বার এমত কথা আমাকে কহিবা না যে সকল লোকেরা পরমার্থ

রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা কখনও প্রভুর শত্রুকে আশ্রয় করেন না আর বিপদ্ সময়ে স্বামিকে ত্যাগ করেন না বরং আপনারা নষ্ট হন তথাপি আপনারদের ধর্ম্ম নষ্ট করেন না। যবনরাজের মন্ত্রী কহিল হে বিদ্যাধর তুমি আমারদের শত্রুর পক্ষপাতী বট ইহা জানিলাম কিন্তু তুমি আমারদিগের অনিষ্ট কার্য্যে বৃথা নিযুক্ত হইবা আমরা তোমাকে নিষ্ক্রিয় করিব। বিদ্যাধর মন্ত্রী এই কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন হে যবন তোমারদিগের অনিষ্ট হইবে এই নিমিত্তে কি প্রভুর হিত কার্য্য করিব না আমি অবশ্য স্বামির হিত চেষ্টা করিব তাহাতে যদি তোমরা আমাকে নিষ্ক্রিয় করিতে পার তবে আমিও সময়োপযুক্ত কার্য্য করিতে পারিব যখন তোমরা আমারদের দুর্গরোধ করিবা তখন আমি দুর্গের দক্ষিণ দ্বারে থাকিব এবং আমার সহিত পাঁচ শত অশ্বারোহ থাকিবে আমি তাহারদের সহিত মিলিত হইয়া এই বিরক্ত স্বামির প্রতি ভক্তি প্রকাশ করিয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিব সেই সময় যদি তোমারদের প্রধান যে শহাবুদ্দীন তিনি আসিয়া আমার প্রতিযোদ্ধা হন তবে আমি সেই যুদ্ধেতে যশো লাভ করিব। অনন্তর অলপশাহ বিদ্যাধির মন্ত্রির কথা

শুনিয়া আপন স্বামির নিকটে গিয়া সমস্ত সম্বাদ কহিল। পশ্চাৎ উভয় রাজার যুদ্ধারম্ভ হইলে বিদ্যাবির মন্ত্রী আপনার বংশ রক্ষার নিমিত্তে আপন পুত্রকে দুর্গের বাহিরে পাঠাইলেন এবং আপনি পাঁচ শত অশ্বারোহের সহিত মিলিত হইয়া দুর্গরোধি সময়ে দুর্গের দক্ষিণ দ্বারে উপস্থিত হইলেন। পরে সেনাসমূহেতে বেষ্টিত শহাবুদ্দীন যখন সম্মুখবর্ত্তী হইল তখন বিদ্যাবির মন্ত্রী সূর্য্যদেবকে সাক্ষী করিয়া এবং শত্রু সেনার মধ্যে প্রবেশ করিয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিঞ্চিৎ কালের মধ্যে খড়্গাঘাতে বিপক্ষের বহুতর সেনা বিনাশ করিয়া এবং বিপক্ষের বাণাঘাতে আপনি স্ফুটিত কিংশুক পুষ্পের ন্যায় রক্ত বর্ণ শরীর হইয়া ঐ দেহ ত্যাগ করিয়া সূর্য্যমণ্ডলে লীন হইলেন। পরে শহাবুদ্দীন যবনরাজ ঐ যুদ্ধে রাজা জয়চন্দ্রকে জয় করিয়া তাঁহার দুর্গ গ্রহণ করিল এবং সমুদায় রাজ্য অধিকার করিল আর কোষের সমস্ত ধন দিয়া আপনার সেনাগণের পরিতোষ করিল কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া জয়চন্দ্র রাজাকে পাইল না রাজা জয়চন্দ্র কোন স্থানে গিয়াছেন কিম্বা তাহাকে কেহ নষ্ট করিয়াছে ইহার কোন সম্বাদ জানিতে পারিল না। অনন্তর যবনরাজ

রাজা জয়চন্দ্রের রানী শুভদেবীকে আপনার নিকটে আনিয়া জিজ্ঞাসা করিল হে রাজ্ঞি তুমি রাজা জয়চন্দ্রের কি প্রকার পত্নী। পরে শুভদেবী উত্তর করিলেন যে আমি রাজার প্রথম বিবাহিতা ধর্ম্মপত্নী অতিপ্রিয়তমা ছিলাম সম্প্রতি তোমা . অনুরাগ শুনিয়া তোমার ভার্য্যা হইলাম। যবনেশ্বর ঐ কথা শুনিয়া কহিল ওরে পাপিনি রাজা জয়চন্দ্র তোর উত্তম স্বামী তুই তাহার হিত চেষ্টা না করিয়া তাহাকেই নষ্ট করিলি ইহাতে বুঝি যে তুই আমার নিকটে থাকিলে আমাকে নষ্ট করিবি তুই স্বামিঘাতিনী তোকে নষ্ট করা উপযুক্ত। ইহা কহিয়া যত্নেতে ঐ স্ত্রীর শরীর খণ্ডং করিয়া চতুর্দ্দিকে ক্ষেপন করিল ও কহিল যে পুরুষেরা কেবল সুখভোগের নিমিত্তে স্ত্রীতে প্রীতি করেন কিন্তু সেই স্ত্রীর বশীভূত হন না তাঁহারাই উত্তম যে লোক কন্দর্পবানে বিদ্ধ হইয়া কামিনীর শরণাগত হইয়া ঐ স্ত্রীর নিতান্ত দাস হয় সে কালবিশেষে অতি দুর্গতিপ্রাপ্ত হয়। ইতি ধম্মর নায়ককথা সমাপ্তা।

অধম স্ত্রীর নায়কেরদের এবং বৃষলীপতি পুরুষেরদের লক্ষণ গ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে কহিলাম না।

অথ মোক্ষকথা।—

কোনঽ পণ্ডিতেরা কহেন নিত্য ও নিরতিশয় সুখানুভব রূপ মোক্ষ মোক্ষাকাঙ্ক্ষি পুরুষেরা সেই আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তিরূপ যে মোক্ষ তাহাই বাসনা করেন। কাশীতে প্রাণত্যাগ করিলে এবং আত্মসাক্ষাৎকার করিলে অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে এবং ঈশ্বরেতে দৃঢ় ভক্তি করিলে সেই মোক্ষপ্রাপ্তি হয়। কোনঽ পণ্ডিতেরা কহেন যে তত্ত্বজ্ঞানেতেই মোক্ষ হয় কিন্তু কাশীতে মরিলে এবং ঈশ্বরেতে দৃঢ় ভক্তি করিলে তত্ত্বজ্ঞান হয় সেই তত্ত্বজ্ঞানেতেই জীবের মুক্তি হয়। সম্প্রতি তত্ত্বজ্ঞানি মনুষ্যেরদিগের কথা প্রসঙ্গ হইতেছে।—

নিৰ্ব্বন্ধী এবং নিস্পৃহ ও লব্ধসিদ্ধি এই তিন প্রকার মোক্ষাকাঙ্ক্ষী তত্ত্বজ্ঞানী তাহারদিগের মধ্যে প্রথমতো নিৰ্ব্বন্ধির কথা কহিতেছি।—

অথ নিৰ্ব্বন্ধিকথা।—

যে সৎ পুরুষ সংসার বাসনাত্যাগ করেন এবং গুরু বাক্যেতে প্রত্যয় করেন ও তত্ত্বজ্ঞানলাভের নিমিত্তে দৃঢ়তর

আগ্রহ করেন এমত যে যতি তিনি নির্ব্বন্ধীরূপে খ্যাত হন তাহার ইতিহাস এই ।—

দ্বারকা পুরীতে শুদ্ধযশা নামে এক ব্রাহ্মণ থাকেন কোন সময়ে তাঁহার এক পুত্র জন্মিল ঐ পুত্রের নাম বিবেকশর্ম্মা সেই শিশু শৈশবকালাবধি সংসার সুখে বিরক্ত ও তিনি পূর্ব্ব জন্মের সংস্কারেতেই সংসারকে নিতান্ত অস্থির করিয়া জানেন যেমত পক্ষিশাবকেরা জাতিস্বভাবপ্রযুক্ত শস্যাদি ভক্ষণ করে এবং মৃগশাবকেরা জাতিস্বভাবেতে তৃণাদি ভক্ষণ করে ও মনুষ্যবালকেরা জাতমাত্র দুগ্ধপান করে সেই রূপ তত্ত্বজ্ঞানি পুরুষেরা জাতমাত্র সংসার সুখে বিরক্ত হইয়া তত্ত্বজ্ঞানের অনুসন্ধান করেন । ঐ বালক বিদ্যাভ্যাসে শৈশবকাল যাপন করিয়া আপনার যৌবন সময়ের প্রথমে ওদাসীন হইয়া তত্ত্বজ্ঞানলাভের নিমিত্তে পিতাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন হে পিতঃ আমি তত্ত্বজ্ঞানার্থী কিঞ্চিৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া কালযাপন করিতে ইচ্ছা করি কিন্তু গুরুর অনুগ্রহ ব্যতিরেক তত্ত্বজ্ঞান হইতে পারে না তুমি আমার পিতা এবং তত্ত্ববেত্তা অতএব তোমার নিকটে তত্ত্বজ্ঞান যাচ্ঞা করি যে হেতুক কোন লোক যদি বৃক্ষের মূলেতে ফলপ্রাপ্ত হয় তবে সে বৃক্ষের শাখাতে

আরোহন করিতে ইচ্ছা করে না সেই রূপ গৃহেতে যদি বিদ্যা থাকে তবে বিদ্যার্থী লোক দূর দেশ গমন করিয়া বিদ্যালাভ করিতে ইচ্ছা করে না অতএব আমি অন্যত্র যাইতে বাসনা করি না আপনি আমাকে তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা করাওন। শুদ্ধযশা ব্রাহ্মণ ঐ কথা শুনিয়া কহিলেন হে পুত্র তুমি যুবা পুরুষ সম্প্রতি গৃহাশ্রমে থাকিয়া সাংসারিক সুখভোগ করহ পশ্চাৎ সংসারত্যাগ করিয়া বনবাসী হইবা পরে সংন্যাসী হইয়া তত্ত্বজ্ঞানের অনুসন্ধান করিলেই তত্ত্বজ্ঞান পাইবা যেমত মনুষ্য বৃক্ষের উচ্চ শাখারোহনেচ্ছা করিয়া প্রথমেই বৃক্ষের সেই উচ্চ শাখা গ্রহন করিতে পারে না কিন্তু যথাক্রমে গ্রহন করিতে পারে সেই মত সংসারী লোক নানাশ্রম করিয়া ও নানা যত্ন করিয়া ক্রমেতে তত্ত্বজ্ঞানলাভ করিতে পারে। বিবেকশর্ম্মা পুত্র পিতার বাক্য শুনিয়া নিবেদন করিলেন হে পিতঃ আমার দীর্ঘকাল জীবনের যদি কেহ প্রতিভূ হয় অর্থাৎ জামিন হয় তবে আমি ক্রমেতে সকলাশ্রম করিয়া পশ্চাৎ তত্ত্বজ্ঞান পাইতে পারি যদি শীঘ্র আমার মৃত্যু হয় তবে আমি সকলাশ্রম করিতে পারিব না এবং আমার তত্ত্বজ্ঞানও হইবে না অতএব অবিলম্বে তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ কর্ত্তব্য যে

হেতুক সংসার অত্যান্ত অস্থির আর পুত্র পীড়িত হইলে স্নেহযুক্ত পিতাও পুত্রের পীড়ার অংশী হইতে পারেন না এবং যমদূতকর্ত্তৃক নীয়মান পরিজনকেও স্বামী রক্ষা করিতে পারেন না আর জননী ওদরস্থ বালকের পীড়ায় কাতরা হন না এবং ব্যাধিতে বিকৃত হয় যে নিজ শরীর সেও মনুষ্যের স্ববশ থাকে না অতএব কেহ কাহারো সুখ দুঃখের অংশী হন না ও কেহ কাহাকে রক্ষা করিতে পারেন না এবং পর ক্ষণে কি হইবে তাহাও পূর্ব্বে কেহ জানিতে পারেন না আমার মন এই সকল নিশ্চয় করিয়া সাংসারিক ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয় না এই কারণ ওত্তম পুরুষার্থ যে মোক্ষ আমি তাহাই সাধিন করিতে ইচ্ছা করি। অর্থ আর কাম এই দুই পুরুষার্থ নহে যে হেতুক ধন সুখজনক হয় না তাহার কারণ এই যে ধনব্যয় না করিলে সুখভোগ হয় না যদি ধনব্যয় করে তবে সেই লোক নির্দ্ধন হয় কিন্তু মনুষ্য প্রথমে ধনবান হইয়া এবং ঐ ধনব্যয়েতে নানা সুখভোগ করিয়া পশ্চাৎ নির্দ্ধন হইয়া ধনব্যয় করিতে অশক্ত হয় তাহাতে অনুভূত সেই সকল সুখেতে রহিত হইয়া সর্ব্বদা দুঃখানুভব করে সেই দুঃখানুভবের কারন কেবল পূর্ব্বের ধনাগম অতএব

ধন সুখজনক না হইয়া কেবল দুঃখজনক হয়। আর ধন কাহারো প্রাণ রক্ষা করিতে পারেন না কোটীশ্বর পুরুষেরও মৃত্যু হইতেছে এবং সঞ্চিত ধনও মনুষ্যের তৃপ্তিজনক হয় না কোটীশ্বর পুরুষেরও প্রাপ্ত ধনহইতে অধিকাধিক লাভেচ্ছা হয় অতএব ধন পুরুষার্থ নহে। কামও পুরুষার্থ নহে তাহার কারন এই নিরন্তর সেব্যমান যে কাম অর্থাৎ ক্রিয়মান যে কামজ ব্যাপার সে পুরুষকে সম্যক্ প্রকারে তৃপ্ত করে না অর্থাৎ তদুত্তর কালে পুরুষের তৃপ্তিজনক হয় না অতএব কামও পুরুষার্থ নহে। অপর ধর্মও ভোগেতে নষ্ট হন এই কারন ধর্ম্ম উত্তম পুরুষাথ হন না। হে পিতঃ আমি এই সকল বিবেচনা করিয়া স্থির করিয়াছি যে মোক্ষই উত্তম পুরুষার্থ তাহা যে রূপে সিদ্ধ হয় আপনি আমাকে সেই রূপ আজ্ঞা করুন। শুদ্ধযশা ব্রাহ্মণ আপন পুত্রের বাক্য শুনিয়া পরমাহ্লাদিত হইয়া উত্তর করিলেন হে পুত্র সংসার অস্থিরতর এবং অত্যন্ত বিরস তুমি যে ইহা জানিয়াছ সে যথার্থ বটে এখন বুঝিলাম যে তুমি নিতান্ত মোক্ষাকাঙ্ক্ষী বট এবং মোক্ষপ্রাপ্তির যে উপায় জানিতে ইচ্ছা করিতেছ আমিও তাহার উপায়

কহিতেছি কিন্তু উপায় জ্ঞানমাত্রই প্রয়োজন নহে যদি উপায় জ্ঞানমাত্রই প্রয়োজন হইত এবং কেবল উপায় জ্ঞানেতেই ফল সিদ্ধ হইত তবে আমি মোক্ষের উপায় জানি আমার কেন মুক্তি না হইল অতএব উপায় কেবল পথ সেই পথে গমন করে এমত লোক অতিদুর্লভ অপর শাস্ত্রে কহিয়াছেন যে উপায়রূপ পথবেত্তা অনেক লোক আছেন কিন্তু যে সৎপুরুষ সেই পথে গমন করেন তিনিই পদপ্রাপ্ত হন। শুদ্ধযশা ব্রাহ্মণ এই সকল কথা কহিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন হে পুত্র মোক্ষসাধনের যে উপায় কহিতেছি তুমি তাহাতে মনোযোগ কর গুরু প্রমুখাৎ সর্ব্বদা বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্র শুনিয়া আত্মতত্ত্ব জানিবা এবং আত্মতত্ত্ব জানিয়া যুক্তিতে তাহার নিশ্চয় করিবা ও সেই নিশ্চিত আত্মতত্ত্বেতে একচিত্ত হইবা এই রূপ করিলেই তোমার মন বিষয়হইতে নিবৃত্ত হইয়া ঈশ্বরেতে সংযুক্ত হইবে ঈশ্বরেতে নিরন্তর মনঃসংযোগ হইলেই তোমার মুক্তি হইবে। পরন্তু মন দুই প্রকার শুদ্ধ এবং অশুদ্ধ তাহার বিবরণ এই শব্দ এবং রূপ ও রস আর গন্ধ এবং স্পর্শ এই পাঁচ প্রকার বিষয় এই সকল বিষয়েতে যে স্পৃহা তাহার নাম কামনা সেই কামনারহিত যে মন

সেই শুদ্ধ ঐ কামনাযুক্ত যে মন সে অশুদ্ধ পরন্তু মন নির্ব্বিষয় হইলেই অর্থাৎ শুদ্ধ হইলেই মুক্তি হওয়া অতি সুগম কিন্তু মন নির্ব্বিষয় হওয়া অতি কঠিন যে হেতুক আশারূপা যে ব্যাঘ্রী সে প্রচুরৈশ্বর্য্য গ্রাস করিয়াও তৃপ্তা হয় না আর যেমত দণ্ডনীয় বদ্ধ চোর অস্ত্রাঘাতেতে নষ্ট হয় সেই রূপ কামী পুরুষ কামরূপ পাশে বদ্ধ হইয়া কামিনীর দৃষ্টিরূপ বাণেতে নষ্ট হইতেছে এই সকল কারণেতে মুক্তির পথ অতিদুর্গম হইয়াছে কিন্তু নানা প্রকার ধ্যান ধারনাদিতে যোগ সিদ্ধ হয় হে পুত্র তুমি সেই যোগাবলম্বন করিয়া তত্ত্বজ্ঞানে নিবর্ব্বন্ধী হও অর্থাৎ তদেক চিত্ত হও তাহাতেই তোমার মোক্ষ হইবে। ব্রাহ্মণের পুত্র এই সমুদায় বাক্য শুনিয়া কহিলেন হে তাত আমি তোমার অনুগ্রহেতে এই উপদেশানুসারে তত্ত্বজ্ঞানেতে নিবর্ব্বন্ধী হইলাম। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন হে পুত্র তবে তোমার মুক্তি হইবে তত্ত্ববোধে নিবর্ব্বন্ধী হইলে জীব সংসারপারাবারোত্তীর্ন হইতে পারেন এবং বনজ মত্ত হস্তীর ন্যায় যে মন তাহা বশীভূত করিয়া ইন্দ্রিয় গনকে জয় করিতে পারেন আর সকল বিদ্যার পারগত হইয়া কর্ম্মরূপ যে পাশবন্ধন তাহাহইতে মুক্ত হইতে

পারেন এবং সেই হেতুক মোক্ষপ্রাপ্ত হইতে পারেন। ব্রাহ্মণের পুত্র পিতার আজ্ঞানুসারে যোগাবলম্বন করিয়া এবং তত্ত্বজ্ঞানী হইয়া অর্থাৎ জীবাত্মার সহিত পরামাআর অভেদ জ্ঞান করিয়া মুক্ত হইলেন। ইতি নির্ব্বন্ধি কথা সমাপ্তা।—

অথ নিস্পৃহকথা।—

যিনি রাগদ্বেষাদি দোষেতে রহিত হন এবং দয়া দান প্রভৃতি গুণেতে যুক্ত হন ও বিষয় বাসনাহইতে নিবৃত্ত হন এমত যে মুনি তিনি নিস্পৃহরূপে খ্যাত হন। তাহার বিবরন এই।—

বারানসীতে বামন নামে এক মুনি থাকেন তিনি বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া যোগাভ্যাসে নির্ব্বন্ধী হইলেন পরে ক্রমেতে ইন্দ্রিয়জয় করিয়া শান্তান্তঃকরন হইয়া শত্রুতে ও মিত্রেতে সমান দৃষ্টি করেন এবং লাভেতে সন্তুষ্ট হন না ও অলাভে বিষণ্ণ হন না আর কোন সুখেচ্ছা করেন না এবং দুঃখেতে কাতর হন না। জগদীশ্বর বামন মুনিকে ঐ প্রকার নিস্পৃহ দেখিয়া কিঞ্চিৎ তুষ্ট হইয়া আশ্বাস বাক্য কহিলেন। বামন মুনি জগদীশ্বরের

বাক্য শুনিয়া তৎক্ষণে ঈশ্বর দর্শনে অভিলাষ করিয়া তাঁহাকে এই নিবেদন করিলেন যে হে পরমেশ্বর তোমার চক্ষু ও কর্ণ সর্ব্বত্র আছে এবং তুমি সকলের আন্তরিক ভাব জানহ আর তুমি ভক্তবৎসল এবং আমি নিতান্ত তোমার দর্শনাকাঙ্ক্ষী অতএব আমাকে দর্শন দেও। পরে জগদীশ্বর ঐ কথা শুনিয়া আজ্ঞা করিলেন হে বামন পর জন্মে যখন তোমার মন বিষয় বাসনারহিত হইবে তখন আমি তোমাকে দর্শন দিব। বামন মুনি পরমেশ্বরকে পুনশ্চ নিবেদন করিলেন যে হে জগন্নাথ সকলাকাঙ্ক্ষাতে রহিত এমত পবিত্র যে আমি আমার মন কি বিষয় বাসনা করে। তদনন্তর পরমেশ্বর আজ্ঞা করিলেন ইন্দ্রিয়গনকে বিশ্বাস করিবা না যে হেতুক বিষয় সকল নিকটে উপস্থিত হইলে মনে বিকার জন্মে সেই বিষয় সকল নিকটে থাকিলেও যাহার মন বিষয়েচ্ছা না করে তাহাকেই নিস্পৃহ বলা যায় সম্প্রতি সেই প্রকার নিস্পৃহ কৃষ্ণচৈতন্য নামে এক সংন্যাসী আছেন তিনি দণ্ডকারণ্যের মধ্যে তপস্যা করিতেছেন কিন্তু তিনি এই জন্মেতেই আমাকে দর্শন করিবেন এবং সেই দর্শন ক্ষণে মুক্ত হইবেন। পশ্চাৎ বামন মুনি ঈশ্বরের বাক্য শুনিয়া চিন্তা করিতে

লাগিলেন যে আমাহইতেও অধিক নিস্পৃহ কেহ আছেন এ বড় আশ্চর্য্য আমি সেখানে গিয়া অবশ্য তাঁহাকে দেখিব । ইহা স্থির করিয়া দণ্ডকারণ্যেতে গেলেন এবং সেখানে দেখিলেন যে এক অপূর্ব্ব শিবমন্দিরের মধ্যে ঈশ্বর প্রতিমার সন্নিধানে কৃষ্ণচৈতন্য সংন্যাসী ঈশ্বরে মনঃসংযোগ করিয়া আছেন তিনি ভিক্ষার্থে নগর প্রবেশ করেন না এবং কাহারও স্থানে কিছু যাচ্ঞা করেন না। বামন মুনি ইহা দেখিয়া ঐ সংন্যাসিকে আপনহইতে অধিক নিস্পৃহ জ্ঞান করিয়া এবং তাঁহার নিকটে থাকিয়া বিবেচনা করিলেন যে এই সংন্যাসী কি পর্য্যন্ত নিস্পৃহ হইয়াছেন তাহা নিরূপণ করিব কিন্তু অনেক কাল সহ বাস করিলে এবং অনেক ব্যবহার পরীক্ষা করিলে মনুষ্যের স্বভাব বুঝা যায় অতএব অধিক দিন এখানে থাকিব। এই পরামর্শ করিয়া বামন মুনি সেই স্থানে থাকিলেন। এক রাত্রিতে সেখানকার নরপতি অন্য স্ত্রী সম্ভোগে উৎসুক হওয়াতে রাজপত্নী কোপবতী হইয়া আপন সখীকে কহিতেছে হে সখি তুমি আমার প্রাণতুল্যা সম্প্রতি আমার দুঃখেতে মনোযোগ করহ রাজা আমার প্রভু তিনি আপনার কামপীড়া বুঝিতে পারেন কিন্তু আমার কাম

বেদনা বুঝিতে পারেন না এবং আমাকে বঞ্চনা করিয়া অন্য স্ত্রীর নিকটে গমন করিয়াছেন আমি এই সুখরাত্রিতে যদি অন্য পুরুষ সঙ্গ করিতে না পারি তবে আমার যৌবন এবং জীবনে কিছু প্রয়োজন নাই। সখী ঐ কথা শুনিয়া উত্তর করিল হে কর্ত্রি আমি দিবসে তোমার অভিপ্রায় জানিতে পারি নাহি যদি জানিতে পারিতাম তবে কোন যুবা পুরুষের সহিত কথা স্থির করিয়া এখন তাহাকে আনিতে পারিতাম সম্প্রতি রাত্রি অধিক হইয়াছে এখন যুবা পুরুষেরা উপযুক্ত স্থানে নিযুক্ত হইয়াছে তন্নিমিত্তে উত্তম পুরুষকে পাইতে পারি না অতএব বুঝি যে এখন আপনকার মনস্কামনা পূর্ণ হইতে পারে না আর আমি অদ্য দিবসে দেখিয়াছি যে এক যুবা পুরুষ নির্জ্জন স্থানে আছেন কিন্তু তিনি সংন্যাসী। পরে রাজ্ঞী জিজ্ঞাসা করিল যে তিনি কোথায় আছেন। সখী উত্তর করিল তিনি শিবালয়ের মধ্যে আছেন। রাণী সেই কথা শুনিয়া হর্ষযুক্তা হইয়া কহিল হে সখি আইস শীঘ্র সেখানে যাইব। সখী পুনশ্চ কহিল হে কর্ত্রি সেখানে গেলে কিছু ফল হইবে না তিনি জিতেন্দ্রিয় অতএব তিনি এ রসে রসিক হইবেন না। পরে রাণী কহিল তিনি যুবা

পুরুষ হইয়া যে এ রসে রসিক হইবেন না এ বড় আশ্চর্য্য ভাল তাহা নিরূপন করিব হে সখি শুনহ মহাদেব যেমত কামজয় করিয়াছেন তাঁহার তুল্য কামজয়েতে প্রবীন অন্য পুরুষ ভুবনত্রয়ের মধ্যে দৃশ্য হয় না কিন্তু সেই মহাদেবও সময় বিশেষে প্রীতিপূর্ব্বক পার্ব্বতীকে অর্দ্ধাঙ্গদান করিয়াছেন এবং গনেশের পিতা হইয়াছেন অতএব কোন পুরুষ নিতান্ত জিতেন্দ্রিয় হইতে পারেন না। সখী এ কথা শুনিয়া কহিল হে রাজমহিষি আপনি উত্তম আজ্ঞা করিয়াছেন কোন পুরুষ অধিক রাত্রিতে নির্জ্জনে উত্তম স্ত্রী পাইয়া ত্যাগ করিতে পারে অতএব সেখানে অবশ্য তোমার মনোরথ সিদ্ধ হইবে আইস সেখানে যাই কিন্তু আমি তাহাকে বড় দরিদ্র দেখিয়াছি তাঁহার পরিতোষের কারণ কিছু ধন লও দরিদ্রেরা ধন পাইলে বড় সন্তুষ্ট হয়। রানী সখীর কথা শুনিয়া কহিলেন তাহার আটক কি অনেক ধন লইতেছি। ইহা বলিয়া শিবপূজার কিঞ্চিৎ সামগ্রী লইয়া এবং আপনারদিগের সম্ভোগের জন্যে পুষ্প ও চন্দন এবং তাম্বূল ও আর২ উত্তম সামগ্রী লইয়া এবং ঐ ভিক্ষুকের সন্তোষার্থে অনেক রত্ন লইয়া শিবপূজার ছলেতে সখীকে সঙ্গে লইয়া সেই শিবালয়েতে গেল এবং সেই

স্থানে উপস্থিত হইয়া নির্জ্জনেতে সেই অতি সুন্দর যুবা সংন্যাসিকে দেখিয়া বড় হর্ষযুক্তা হইল। পরে শিব পূজার ছলেতে ঐ সংন্যাসির সম্মুখে রানী যে প্রকার স্বাভি প্রায় প্রকাশ করিতে লাগিল তাহার বিবরণ এই নূপুরের শব্দ সহিত পাদবিক্ষেপ এবং বাহুলতার চালন ও বারম্বার দৃষ্টিপাত ও মন্দ২ হাস্য এই প্রকার অনেক২ চেষ্টা করিল। সেই কপ চেষ্টাতে নিদ্রিত কন্দর্প জাগ্রত হইয়া অন্য মনুষ্যের হৃদয়ারোহণ করিতে পারেন কিন্তু ঐ সংন্যাসির চিত্তে কিছু বিকার জন্মাইতে পারিলেন না। কৃষ্ণচৈতন্য সংন্যাসী রানীর নানাপ্রকার চেষ্টাতে কিছু মোহিত হইলেন না এবং রানীর প্রতি একবারও দৃষ্টিপাত করিলেন না। সেই সময়ে সখী সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া রানীকে কহিল হে কর্ত্রি তোমার চেষ্টাতে কিছুই হইল না সংন্যাসী তোমাকে একবার অবলোকন করিলেন না তবে এখন কি কর্ত্তব্য হয় কি স্পষ্ট করিয়া সংন্যাসিকে কহিব। তখন রানী কিঞ্চিৎ বিরসবদনা হইয়া সখীকে কহিল যে সুতরাং কহিতেই হইল। অনন্তর সখী সংন্যাসিকে নিবেদন করিল যে হে মহাশয় এই পরম সুন্দরী রাজ

মহিষী তোমার উদ্দেশে রাজমন্দিরহইতে এখানে আসিয়া আপনার অভিমত প্রকাশ করিলেন তুমি ইহাকে দেখিয়া একবার সম্ভাষা করিলা না সম্প্রতি রাণীর অভিমতে সম্মতি করিয়া উপযুক্ত ব্যবহার করহ আর রাণী তোমার নিমিত্তে এই সকল রত্ন আনিয়াছেন তাহা লও। কৃষ্ণ চৈতন্য সংন্যাসী সখীর কথা শুনিয়া কিছু উত্তর করিলেন না। পরে রাণীর সহিত সখী সংন্যাসির নিকটে বসিয়া পুনশ্চ ঐ রূপ কহিতে আরম্ভ করিল হে মহাপুরুষ আমরা বুঝিলাম যে তোমার হৃদয়ে কামাবেশ নাই কিন্তু শরণাগত স্ত্রীর প্রতি তোমার করুণা কর্ত্তব্য হয় এই রাজপত্নী কন্দর্প বাণেতে অতি পীড়িতা হইয়া তোমার শরণাপন্না হইয়াছেন ইহার প্রতি একবার কৃপাবলোকন করহ। পরে কৃষ্ণচৈতন্য সংন্যাসী সখীর কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া কহিলেন হে সখি রাজপত্নীর যে অভিপ্রায় তাহা আমার দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে না আমি নিতান্ত অযোগ্য এবং আমি কাষ্ঠ ও পাষাণের ন্যায় কঠিন হৃদয় আমার হৃদয়ে দয়া নাই কেন তোমরা আমার উপাসনা করিতে আসিয়াছ এবং রাজমহিষী অনেক ব্যামোহ স্বীকার করিয়া আমার নিকটে আসিয়াছেন আমি

যাঁহার মনোনীত কর্ম্ম করিতে পারিলাম না ইহাতে আমি অপরাধি হইলাম সম্প্রতি তোমরা আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া অন্য কোন পুরুষের নিকটে যাও তাহাতেই রাণী কৃতার্থা হইবেন আর তোমারদিগের দত্ত এই সকল রত্ন ও তোমরা লইয়া যাও আমি সংন্যাসী রত্নেতে আর স্ত্রীতে আমার কি প্রয়োজন হে সখি শাস্ত্রে যে প্রকার লিখন আছে তাহা শুন যে পুরুষ সাংসারিক সুখভোগ ত্যাগ পূর্ব্বক সংন্যাসী হইয়া পুনর্ব্বার ধনাদি গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে তাহার সংন্যাসিতে কিছু ফল হয় না এই হেতু আমি ধন লোষ্ট্রজ্ঞান করি এবং স্ত্রীগণকে মাতৃ জ্ঞান করি আর সকল জীবকে মিত্র বোধ করি এবং কোন জীবেতে আমার পরবুদ্ধি নাই। রাণী ও সখী এই সকল কথা শুনিয়া আপনারদিগের উদ্যোগ হইতে পরাস্ত হইয়া গৃহে গমনের ইচ্ছা করিতেছে সেই সময় কৃষ্ণ চৈতন্য সংন্যাসির ব্যবহার পরীক্ষার্থে আগত যে বামন মুনি তিনি ঐ সমুদয় ব্যাপার দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে এই পরম সুন্দরী রসজ্ঞা যুবতী স্ত্রী এ পুরুষের অনুসন্ধানে নির্জ্জন স্থানে আসিয়াছে ইহাকে ত্যাগ কি পাণ্ডিত্য অথবা এই মৃগলোচনার সঙ্গ ত্যাগ

করিয়া অন্য দ্রব্যাভিলাষ করিলে কি সুখভোগ হইতে পারে শুভাদৃষ্ট প্রযুক্তই এমত স্ত্রীর সঙ্গে মিলিতে পারে আর ইহাহইতেই বা তপস্যার ফল কি অধিক হইতে পারে অতএব এই স্ত্রীকে গ্রহণ করি। ইহা স্থির করিয়া বামন মুনি ঐ স্ত্রীর সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। সেই কালে জগদীশ্বর কহিলেন হে বামন তুমি পূর্ব্বে কহিয়াছিলা যে আমি নিতান্ত নিস্পৃহ এখন তোমার এ কি ব্যবহার এই নিমিত্তে আমি তোমাকে কহিয়াছিলাম যে ইন্দ্রিয়গণকে বিশ্বাস করিবা না। বামন মুনি পরমেশ্বরের বাক্যেতে অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া আপনাকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। অনন্তর জগদীশ্বর নিতান্ত নিস্পৃহ কৃষ্ণচৈতন্য সংন্যাসিকে আত্মসন্দর্শন দিলেন। কৃষ্ণচৈতন্য পরমেশ্বরকে দর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ মুক্ত হইলেন। ইতি নিস্পৃহকথা।—

জীবের আশাত্যাগ হইলেই তত্ত্বজ্ঞান হয় অর্থাৎ মোক্ষসাধক জ্ঞান হয় কিন্তু কেবল উত্তম কর্ম্ম করিলে তত্ত্বজ্ঞান হয় না যে পর্য্যন্ত মনেতে চাঞ্চল্য থাকে ও অর্থাভিলাষ থাকে এবং যাবৎ কন্দর্পের আবির্ভাব থাকে ও যাবৎ সকল জীবেতে সমজ্ঞান না হয় ও যে পর্য্যন্ত পুত্রে

রহিত মিত্রতা না হয় তাবৎ পরমেশ্বর নিবিড় বনের ন্যায় থাকেন অর্থাৎ জীবের জ্ঞানের অগোচর থাকেন যখন বিষয়হইতে মনের নিবৃত্তি হয় তখন তত্ত্বজ্ঞান হয় সেই তত্ত্বজ্ঞানেতে ঈশ্বরদর্শন হইয়া জীবের মুক্তি হয়।—

অথ লব্ধসিদ্ধিকথা।—

উজ্জয়নী নগরীতে এক রাজার তিন পুত্র ছিল প্রথম পুত্র ভর্তৃহরি দ্বিতীয় শক তৃতীয় বিক্রমাদিত্য এই তিন সহোদরের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভর্তৃহরি তিনি পূর্ব্ব জন্মের পুণ্য হেতুক দম্ভাদি দোষে রহিত ও পবিত্র এবং শান্তান্তঃকরন আর সত্যবন এবং সকল বিষয়েতে বিরক্ত ছিলেন। পরে রাজা পরলোক গত হইলে জ্যেষ্ঠ পুত্র ভর্তৃহরি রাজ্য শাসনা করিলেন না কিন্তু মন্ত্রিরদিগের অনুনয়েতে কহিলেন যে আমি রাজ্যাভিলাষ করি না কেবল তোমারদের অনুরোধে রাজত্ব স্বীকার করিলাম কিন্তু ধর্ম্মার্থেই কিঞ্চিৎ কাল রাজত্ব করিব কেবল সুখার্থে রাজ্য করিব না আর আমি একবার যে সুখভোগ করিব পুনশ্চ সেই সুখভোগ করিব না এবং তোমরাও আমাকে সেই ভুক্ত ভোজনে প্রবৃত্ত করিবা না। এই পরামর্শ স্থির করিয়া ভর্তৃহরি নী

রাজ্যে রাজা হইয়া দণ্ডনীতি শাস্ত্রের মতে শত্রুগণকে জয় করিয়া ও শিষ্ট লোকের সম্বর্দ্ধনা এবং দুষ্ট লোকের দমন আর প্রজাবর্গের পালন করিয়া এক বৎসর রাজত্ব করিলেন। পরে মন্ত্রিগণ এই নিবেদন করিলেন হে মহারাজ আপনি এক বৎসর রাজত্ব করিয়া সকল কর্ম্ম সিদ্ধ করিয়া যে রূপ সুখভোগ করিয়াছেন ইহারপর আগামি বৎসরে সেই সকল সুখ পুনশ্চ আসিবে কিন্তু সেই অনুভূত সুখের পুনর্ব্বার অনুভব করিলেই ভুক্তভোজন হইবে কিন্তু আপনি পূর্ব্বে আজ্ঞা করিয়াছেন যে তোমরা আমাকে ভুক্তভোজনে প্রবৃত্ত করিবা না এই নিমিত্তে নিবেদন করিলাম এখন মহারাজের যেমত স্বেচ্ছা হয় তাহাই করুন। রাজা ভর্ত্তৃহরি মন্ত্রিরদিগের ঐ কথা শুনিয়া বিবেচনা করিলেন যদি একবার ভুক্ত বিষয়ের পুনর্ব্বার ভোগ কর্ত্তব্য হয় তবে মনুষ্য কখনও তৃপ্ত হইতে পারে না এবং যে পুরুষ সম্বৎসর পর্য্যন্ত সময় বিশেষের যে২ সুখ একবার অনুভব করিয়াছে সে প্রতিবর্ষে পুনশ্চ সেই২ সুখের অনুভব করিতে পারে অধিক সুখভোগ করিতে পারে না অতএব একবার ভুক্ত সুখের পুনর্ব্বার ভোগ করা উত্তম পুরুষের কর্ত্তব্য নহে অপর ভোগ্য বস্তুর একবার ভো

করিয়াও যে লোকের পিপাসা নিবৃত্তি না হয় তাহার সেই তৃষ্ণারূপ যে প্রাণান্তক রোগ সেই রোগের চিকিৎসাও হয় না অতএব আর সুখেচ্ছা কিম্বা রাজ্য বাসনা করিব না। রাজা ভর্ত্তৃহরি মন্ত্রিরদ্দিগকে আপনার অভিপ্রায় জানাইয়া এবং রাজ্য ও সমুদায় সুখভোগ ত্যাগ করিয়া শঙ্ক নামে ভ্রাতাকে রাজ্য দিয়া আপনি তপোবনে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর ভর্ত্তৃহরি সর্ব্বদা যোগাবলম্বন করিয়া ঈশ্বরেতে মনঃসংযোগ করিয়া থাকেন। এক সময়ে রাজা ঐ তপস্যা হইতে কিঞ্চিৎ কাল নিবৃত্ত হইয়া আপনার এক জীর্ণ বস্ত্র সীবন করিতে অর্থাৎ সেলাই করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময়ে শ্রীমন্নারায়ণ ভর্ত্তৃহরিকে অবকাশপ্রাপ্ত দেখিয়া এই আজ্ঞা করিলেন হে ভর্ত্তৃহরি তুমি আমার প্রধান ভক্ত এবং অতি প্রিয় পাত্র সম্প্রতি আমি তোমাকে সন্তুষ্ট হইলাম তুমি আমার নিকটে বাঞ্ছিত বর প্রার্থনা করহ। রাজা ভর্ত্তৃহরি পরমেশ্বরকে দর্শন করিয়া আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিয়া পরমেশ্বরের চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক এই নিবেদন করিলেন হে জগদীশ্বর আমি স সাগরা পৃথিবী কামনা করি না এবং ইন্দ্রের অমরাবতী ইচ্ছা করি না ও কল্প পর্য্যন্ত পরমায়ু বাসনা

করি না আর কোন সুখাভিলাষ করি না এবং দিব্যাঙ্গ
কামনা করি না আমি নিতান্ত কামনারহিত হইয়াছি
আমার বাঞ্ছামাত্র নাই আমাকে বরদান করিলে কি হইবে
আপনি ত্রিলোকের কর্ত্তা যদি বরদানোৎসুক হইয়াছেন
তবে কোন যাচক ব্যক্তিকে বাঞ্ছিত বর প্রদান করুন।
পশ্চাৎ জগদীশ্বর আজ্ঞা করিলেন যে হে ভর্ত্তৃহরি তুমি
নিতান্ত বাসনারহিত হইয়াছ কিন্তু আমি জগতের কর্ত্তা
আমার দর্শন বিফল হয় না অতএব কিঞ্চিৎ যাচ্ঞা করহ।
পরে ভর্ত্তৃহরি জগদীশ্বরের আজ্ঞা শুনিয়া এই নিবেদন করি
লেন হে জগন্নাথ আমি পুনঃ২ আপনকার আজ্ঞাহেলন
করিতে পারি না তন্নিমিত্তে এই বর প্রার্থনা করিতেছি
আমি সম্প্রতি যে সূচীতে বস্ত্র সীবন করিতেছি তাহার
ছিদ্রেতে শীঘ্র সূত্র প্রবেশ করুক আমাকে এই বর দেও।
জগদীশ্বর ভর্ত্তৃহরির কথা শুনিয়া কিছু হাস্য করিয়া মনো
মধ্যে এই বিবেচনা করিলেন যে আমি সংসারের কর্ত্তা
এবং এই সংসারের মধ্যে এত উত্তম দ্রব্য থাকিতে তাহা
যাচ্ঞা না করিয়া ভর্ত্তৃহরি কেবল আমার আজ্ঞা প্রতিপাল
নের নিমিত্তে অতি সামান্য বিষয় প্রার্থনা করিল ইহাতে
বুঝিলাম যে ভর্ত্তৃহরি নিতান্ত বিষয় বাসনারহিত হইয়া

ইহা ভাবিয়া কহিলেন সাধু ভর্ত্তৃহরি তুমি তৃষ্ণা বিজয় বীর আইসহ আমার এই তেজোময় শরীরে প্রবেশ করহ। রাজা ভর্ত্তৃহরি জগদীশ্বরের আজ্ঞাতে তাঁহার তেজোময় শরীরে লীন হইয়া মোক্ষপ্রাপ্ত হইলেন। যে পরমেশ্বর হইতে সংসার ওৎপন্ন হইয়া প্রলয় কালে সেই পরমেশ্বরেতে লীন হয় আর যাঁহার তুল্য বস্তু আর কিছু নাই এমত পরমেশ্বরের শরীরে রাজা ভর্ত্তৃহরি লীন হইলেন। ইতি, নবুসিদ্ধিকথা সমাপ্তা।—

এবং মহারাজাধিরাজ শ্রীশিবসিংহদেব যুদ্ধেতে সকল শত্রু জয় করিয়া রাজ্য এবং সাংসারিক তাবৎ সুখ ভোগ করিয়া শ্রীমন্মহাদেবের সাক্ষাৎকারে দেহ ত্যাগ করিয়া মুক্ত হইয়াছেন।—

ইতি পুরুষপরীক্ষাপুস্তকং সমাপ্তং।—

পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১০	২	তোমাকে	তোমার
২৫	৫	প্রসাদ	প্রাসাদ
৩৪	১৫	স্বর্ণচত্র	স্বর্ণ ও ছত্র
৯	৭	পুষ্করণী	পুষ্করিণী
৩৯	১৭	দিখিয়া	দেখিয়া
৪১	[illegible]	দারিদ্র	দারিদ্র্য
৬১	১৭	অতএব	সে যে হউক
৭৬	১৫	ভঞ্চনীয়	বঞ্চনীয়
৯২	১৪	সকলের	সকলের নিকটে
১০১	১১	হে	রে
১০৩	৯	হিয়	হয়
১০৪	১৬	শাস্ত্র	শা[illegible]
১৫৪	৬	[illegible]	[illegible]
১৬০	১৩	গ্যামগ্যামে	গ্রামগ্রামে
১৬৫	১৮	করিতা	কবিতা
১৬৭	১৯	নির্বনত	নির্বনত্ব
১৮০	২	ভার	ভাবনা
২০০	১১	তাঁহার	তাঁহাকে
২১১	১২	কুদর্শ	কুদর্শা
২১৯	১৯	কহিলেল	কহিলেন
২৩৬	১২	গৃহ	গৃহে
২৪৪	৮	আমাকে	আমারে
২৪৭	১৮	প্রসন্ন	প্রশস্ত
২৬৭	৯	সংন্যাসিতে	সংন্যাসিত্বে
২৭১	১৯	কল	কল্প